

যন্ত্রবন্দি জনমত, ইভিএম পাহারায় বাড়ছে বাহিনী!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব মিটলেও রাজনৈতিক উত্তাপ এতটুকু কমেনি। একদিকে ইভিএম ও স্ট্রংকেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে নির্বাচন কমিশন, অন্যদিকে গণনার প্রক্রিয়া নিয়ে শুরু হয়েছে আইনি লড়াই। আগামী ৪ মে রাজ্যের ২৯৪টি আসনের ফলাফল ঘোষণা, তার আগেই কমিশনের দুটি সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবীরা। ভোট মিটে যাওয়ার পর জনমত এখন যন্ত্রবন্দি। স্ট্রংকম ও গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তায় কোনো ফাঁক রাখতে চাইছে না কমিশন। আগে ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকলেও এখন সেই সংখ্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমানে মোতায়েন থাকা ২০০ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে ১০০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ২৫ কোম্পানি বিএসএফ, ১৫ কোম্পানি আইটিবিপি এবং ১৫ কোম্পানি এসএসবি। প্রতিটি স্ট্রংকম পাহারার দায়িত্বে থাকছেন ১২ থেকে ১৮ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। যদিও এবারের নির্বাচনে গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা আগের তুলনায় কিছুটা কম। ২৯৪টি আসনের জন্য এবার মোট ৮৭টি গণনাকেন্দ্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ২০১৬ সালে গণনাকেন্দ্র ছিল ৯০টি এবং ২০১১ সালে তা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ১০৮টি। এদিকে, গণনা শুরুর চার দিন আগে নির্বাচন কমিশনের দুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইনজীবী বিশ্রূপ ভট্টাচার্য। বিচারপতি কৃষ্ণ রাও এই মামলা দুটি দায়ের করার অনুর্তি দিয়েছেন। কল্যাণ বণে দাপাধ্যায়ের অভিযোগ, গণনাকেন্দ্রে সুপারভাইজার হিসেবে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের নিয়োগ করাচ্ছে কমিশন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বাদ দেওয়ার এই সিদ্ধান্তকে ‘একতরফা’ বলে দাবি করেছেন তিনি। আইনজীবী বিশ্রূপ ভট্টাচার্যের সওয়াল, নির্বাচনের অস্তিম লগ্নে কেন হঠাৎ গণনাকেন্দ্রের স্থান বদল করা হচ্ছে? এই সন্ধিক্ষণে পিছনে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টোয় এই জোড়া মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতের রায় কোন দিকে যায় এবং ৪ মে-র গণনা প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

আইএসসি-তে ফার্স্ট অনুষ্ঠা চায় বামপন্থার প্রসার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর, ৩০ এপ্রিলঃ আইএসসি-তে দেশের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন। সিআইএসসিই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৪০০ নম্বরে ৪০০-ই পেয়েছেন। আইএসসি-র ফল প্রকাশের পরই আলোচনায় কেন্দ্রে ব্যারাকপুরের মেয়ে অনুষ্ঠা ঘোষ। তাঁকে নিয়ে আলোচনার মধ্যেই আইএসসি-তে প্রথম অনুষ্ঠা জানিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে রাজনীতিতে আসতে চান তিনি। পছন্দের রাজনৈতিক দলের কথাও জানালেন বললেন, “আমি বামপন্থী।” অনুষ্ঠার বাড়ি ব্যারাকপুরের আনন্দপুরীতে। ২০২৪ সালে আইএসসি-তেও প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ক্লাস টেনের রেজাল্ট নিয়ে এদিন তিনি বলেন, “ক্লাস টেনের পরীক্ষায় ২ নম্বর ইংরেজিতে কম পেয়েছিলাম। সেই জন্য ভেবেছিলাম, এবার পুরো নম্বর পেতেই হবে।” সেটাই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় করে দেখিয়েছেন অনুষ্ঠা। আগামিদিনে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। নিজের ফলের জন্য স্কুল ও মাকে কৃত্তিব দিলেন। তাঁকে নিয়ে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনরা যখন আনন্দে তাসছেন, তখন নিজের রাজনৈতিক ভাবনার কথা স্পষ্টভাবে জানালেন অনুষ্ঠা। বললেন, “একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর আমি রাজনীতিতে প্রবেশ করব। আমি মনে করি, এখন সবকিছু ঠিক নেই। ঠিক করতে আমার সাধ্যমতো যা পারব, সেটা করব। মনে হবে, ছোট হয়ে অনেক বড় বড় কথা বলছি। কিন্তু, আমার ইচ্ছা আছে। আমি বামপন্থী। বামদের সব কিছুর সঙ্গে হয়তো আমি সহমত নই। কিন্তু, সবমিলিয়ে বলব, আমি বামপন্থী। তাদের মতাদেশের বেশিরভাগের সঙ্গে আমি সহমত।”

ওরা হামলা করলেও আপনারা এফুনি হামলাতে যাবেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফার ভোটের পর বুথফেরত সমীক্ষা (এক্সিট পোল) নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার দাবি, টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে ওই সমীক্ষার ফল দেখাতে বাধ্য করেছে বিজেপি। পাশাপাশি, এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ২২৬টিরও বেশি আসনে জয়ী হবে বলে তিনি দৃঢ় আশা প্রকাশ করেছেন। বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন শেষ হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। বেশিরভাগ সমীক্ষাতেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ২৯৪ আসনের রাজ্য বিধানসভায় বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা (১৪৮-এর বেশি আসন) পেয়ে ক্ষমতায় আসছে। বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এই সমীক্ষাগুলোকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। মমতা অভিযোগ করেন, ‘আমি আপনারের নিশ্চিত্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে, গতকাল বেলা ১টা ৮ মিনিটে বিজেপির অফিস থেকে সেই সার্কুলার জারি করা হয়েছে। টাকা দিয়ে বলা হয়েছে ওটা দেওয়াটা জোর করে সংবাদমাধ্যমকে এটা করতে বাধ্য করা হয়েছে।’ তার দাবি, বুথফেরত সমীক্ষার মাধ্যমে তৃণমূল কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে এবং শেয়ার বাজারে ধস নামার আশঙ্কা ঢাকছেই বিজেপি এই ‘শেষ খেলা’ খেলছে। ২০১৬ এবং ২০২১ সালের নির্বাচনেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল বলে তিনি অভিযোগ করেন। এদিন রাজ্যবাসীর পাশাপাশি তৃণমূল কর্মীদের লড়াইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন মমতা। তিনি বলেন, “এত রোদের মধ্যেও, এত অত্যাচার সহ্য করেও আপনারা যে ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। যারা বাংলাকে জঙ্গ করতে চেয়েছিলেন, তারা

ভোটবাল্লে জঙ্গ হয়ে গিয়েছেন।” একই সঙ্গে ভোটপর্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। মমতার অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীদের



একতরফা মারধর করা হয়েছে এবং তাদের বুথে একেট হিসেবে কাজ করতে বাধ্য দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ভোটপাড়া, নোয়াপাড়া এবং জগদলের মতো এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি দাবি করেন। এছাড়া ভাবানীপুরেও রাতে তল্লাশি চালানো হয়েছে।” বুথফেরত সমীক্ষাকে ভিডিওনি ও বলে তাঁর অভিযোগ। উদয়নারায়ণপুরে এক

জানিয়েছেন, রাজ্যে ফের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরছে তৃণমূল। ৪ মে ভোটগণনা। আর তা নিয়ে কর্মীদের বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, “এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, ইভিএম এবং গণনা প্রক্রিয়ার উপর সর্বক্ষণ নজর রাখা। প্রতিটি প্রার্থী, প্রতিটি এজেন্ট এবং প্রতিটি কর্মীকে আমি অনুরোধ করছি, স্ট্রং ক্রম থেকে গণনাকেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করুন। কোনও অবস্থাতেই অবহেলা করবেন না। গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ টেবিল ছেড়ে উঠবেন না। প্রয়োজনে বিশ্রুপ কাউকে দায়িত্ব দিয়ে তবেই সাময়িক বিরতি নেবেন। আমি নিজেও প্রয়োজনে গণনাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকব। আমি যদি পাহারা দিতে পারি, আপনারাও পারবেন। এত কষ্ট যখন করেছেন, তখন বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য এই শেষ লড়াইটুকুও লড়তে হবে।” ভোট শেষে বিভিন্ন জায়গায় হামলা নিয়ে মমতা বলেন, “সবাই শান্ত থাকবেন, সংযত থাকবেন। দিদির প্রতি ভরসা রাখুন। বাংলার মানুষের প্রতি ভরসা রাখুন। বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকারই গঠন করব। নিশ্চিত্তে থাকুন। ওরা হামলা করলেও আপনারা এফুনি হামলাতে যাবেন না। আমি জানি, কালও বেহালাতে হামলা করেছে অনেক জায়গায়। অনেক জায়গায় অত্যাচার করেছে। এর জবাব ওদের দিতেই হবে আগামিদিনে। এর জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আপনারদের আইন হাতে তুলে নেওয়ার দরকার নেই।” শেষে ভিডিয়ো বার্তায় মমতা বলেন, “বাংলা বাংলার জানানোর ভাষা আমার নেই।” সবশেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বার্তা, “আমরা ২২৬ ক্রস করব। ২৬০-ও পেয়ে যেতে পারি। মানুষ যেভাবে ভোট দিয়েছেন, আমার পুরো ভরসা রয়েছে।” বুথফেরত সমীক্ষাকে ভিডিওনি ও পূর্বপরিকল্পিত বলে দাবি করে তিনি

মোফাক্কেরুল-সহ ৫২ অভিযুক্তের জামিন খারিজ, জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ মালদহের মোখাবাড়িতে কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত বিচারকদের হেনস্থা ও ঘেরাওয়ের ঘটনায় ৫২ জন অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁদের আগামী ১৩ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃতদের তালিকায় রয়েছেন মোফাক্কেরুল ইসলামও। এসআইআর-এর কাজে বিচারাধীন তালিকায় থাকা ভোটারদের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের নিযুক্ত বিচারকেরা। অভিযোগ, বিবেচনাধীন তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ পড়েছিল, তাঁদের একাংশ কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসের ভিতরে ঢুকে সাত জন বিচারককে গভীর রাত পর্যন্ত আটকে রাখেন এবং হেনস্থা করেন। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় স্ট্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। আদালতের নির্দেশে ও নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপে এই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে এনআইএ তদন্তের নির্দেশের আগেই রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি মোফাক্কেরুলকে হেফাজত করেছিল। পরে ঘটনার সময়ের ভিডিও ফুটেজ দেখে একে একে মোট ৫২ জনকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তের শুরুতে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে এনআইএ-র দীর্ঘ টানাপডেমও চলে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ ছিল, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশের পরেও মোখাবাড়িকাপ্তে কোনও তদন্তের নথি বা অভিযুক্তদের তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছিল না। টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত আদালতের হস্তক্ষেপে সম্পূর্ণ মামলাটি এনআইএ-র হাতে হস্তান্তরিত হয়। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের নিয়ে জে জামিনের আবেদন করা হলে এনআইএ তার তীব্র বিরোধিতা করে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক ৫২ জন অভিযুক্তকে ১৩ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে এনআইএ-র আইনজীবী শামল ঘোষ জানান, আজ মোখাবাড়ি সংক্রান্ত ১২টি মামলার শুনানি ছিল। সমস্ত মামলাতেই জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহা ক্রত সম্ভব এই মামলার চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা করার চেষ্টা চলছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

ভোটগণনা ইস্যুতে জোড়া মামলা হাইকোর্টে, কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব মিটলেও এবার গণনাকে কেন্দ্র করে আইনি লড়াই শুরু হল কলকাতা হাইকোর্টে। আগামী ৪ মে রাজ্যের ২৯৪টি আসনের ফলাফল ঘোষণা। তার ঠিক চার দিন আগে নির্বাচন কমিশনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন দুই আইনজীবী। বিচারপতি কৃষ্ণ রাও মামলা দুটি দায়ের করার অনুর্তি দিয়েছেন। মামলা ১ - গণনাকেন্দ্রে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী কেন? এই মামলাটি দায়ের করেছেন বর্ধমান আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, হোট গণনাকেন্দ্রে সুপারভাইজার হিসেবে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের নিয়োগ করছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বাদ দিয়ে এই ধরনের একতরফা সিদ্ধান্ত কমিশন নিতে পারে না বলে দাবি কল্যাণের। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি। মামলা ২ - হঠাৎ কেন

গণনাকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন? এই মামলাটি দায়ের করেছেন আইনজীবী বিশ্রূপ ভট্টাচার্য। তার সওয়ালের মূল বিষয়বস্তু হল গণনাকেন্দ্রের



নিরাপত্তা ও অবস্থান। তাঁর প্রশ্ন, নির্বাচনের একেবারে অস্তিম লগ্নে এসে হঠাৎ করে গণনাকেন্দ্রের স্থান বদল করা হচ্ছে কেন? এই সিদ্ধান্তের পিছনে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে বলে মামলায় ইঙ্গিত দেওয়া

হয়েছে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি কৃষ্ণ রাও মামলা দুটি দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবারই দুপুর ২টোয় এই জোড়া মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৬-এর নির্বাচনে গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটাই কমিয়ে এনেছে নির্বাচন কমিশন। এবারের কেন্দ্র সংখ্যা - ২৯৪টি আসনের জন্য মোট ৮৭টি। ২০১৬ সালে গণনাকেন্দ্র ছিল ৯০টি এবং ২০২১ সালে তা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ১০৮টি। ইতিমধ্যে প্রমাণিতকৃত গণনাকেন্দ্রের টিকানাও জেলায় পরিবর্তন করে কমিশন। ভোটগ্রহণ মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ হলেও গণনার দিনটি যাতে নির্বিঘ্নে কাটে, তার জন্য মরিয়া থাকবেন। তবে আদালতের রায়ের ওপর নির্ভর করছে ৪ মে গণনা প্রক্রিয়ার রাজ্য সরকারি কর্মীদের কোনও ভূমিকা থাকবে কি না কিংবা গণনাকেন্দ্রের তালিকায় কোনও রদবদল হবে কি না। গণনার ঠিক মুখে এই আইনি প্যাচ কমিশনের ওপর চাপ বাড়াল এখনই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গর্ভপাত আইনে বদলের পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিলঃ ধর্ষণের ফলে তৈরি হওয়া ‘অবাস্তিত মাতৃ’ কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। গর্ভপাতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে গোদ নির্ধারিতা এবং তার অভিভাবকরাই। এই স্পর্শকাতর বিষয়ে তাঁদের সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করবেন এইমসের মতো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা। বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানিতে ঠিক এমনই ইঙ্গিত দিলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

ধর্ষণের শিকার হওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের নির্দিষ্ট সময়সীমা সংক্রান্ত আইনে বদল আনা কি সম্ভব- এই নিয়েও কেন্দ্রকে চিন্তাভাবনার পরামর্শ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ১৫ বছরের এক ধর্মিতা কিশোরীর ৩০ সপ্তাহের গর্ভাবস্থা শেষ করার অনুমতি সংক্রান্ত মামলায় এই ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। আদালত আরও জানিয়েছে, নির্ধারিতার ওপর শারীরিক ও মানসিক যে ট্রমা গিয়েছে, তা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেধে এদিন অত্যন্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে। বেধের পর্যবেক্ষণ, এটি ১৫ বছরের একটি শিশুর অবাস্তিত গর্ভাবস্থা। কারোর ওপর জোর করে গর্ভাবস্থা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ভাবুন তো, ওই মেয়েটির এখন পড়াশোনা করার বয়স, অথচ আমরা তাকে মা হতে বাধ্য করছি। এই ঘটনায় ওই শিশুটি যে যন্ত্রণা এবং লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, সেটা একবার কল্পনা করুন। আদালতের মতে, যদি গর্ভপাতের ফলে মায়ের স্থায়ী কোনও শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেবল তার পরিবারেরই থাকা উচিত। বর্তমানে ভারতের আইন অনুযায়ী গর্ভপাতের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা (২০ থেকে ২৪ সপ্তাহ) রয়েছে। কিন্তু ধর্ষণের শিকার হওয়া মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। কেন্দ্রের কাছে সুপ্রিম কোর্টের আর্জি, ধর্ষণের মাধ্যমে সময়সীমার এই বাধা তুলে দেওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হোক। বিচারপতিদের কথায়, আইন হওয়া উচিত প্রবর্তমান এবং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো। ধর্ষণের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা কামা নয়। এদিনের শুনানিতে এইমসের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এশ্বর্য ভাটি কিছু ভক্তির সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, কিশোরীটি বর্তমানে ৩০ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা এবং জরুরি এখন জীবিত অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থায় গর্ভপাত করলে কিশোরী মায়ের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যা বা শারীরিক জটিলতা তৈরি হতে পারে। এইমসের তরফে দত্তক নেওয়ার বিকল্প প্রস্তাবও দেওয়া হয়। তবে আদালত তার অবস্থানে অন। থেকে জানায়, চিকিৎসকরা কেবল ঝুঁকির কথা বুঝিয়ে দেননি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবে পরিবারের। উল্লেখ্য, গত ২৪ এপ্রিল বিচারপতি দে বি নাগরঙ্গ এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়ার একটি বেধে এই ৩০ সপ্তাহের গর্ভাবস্থা শেষ করার অনুমতি দিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ টেনেই এদিন ফের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর জোর দিল সুপ্রিম কোর্ট।

ট্রাম্পের নাকের ডগায় প্রচুর অস্ত্র মজুত রেখেছে ইরান

নিজস্ব প্রতিবেদন

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে ইরানের দেওয়া তিন দফা প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত মেটানোর আরও একটি প্রচেষ্টা আপাতত ব্যর্থ হলো। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ওয়াশিংটনকে এক রহস্যময় ও শক্তিশালী অস্ত্রের প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রাখল তেহরান। ইরানের দাবি, তাদের হাতে এমন এক মারগান্ন রয়েছে যা ব্যবহার করলে আমেরিকার ‘হাট অ্যাটাক’ নিশ্চিত। গত সপ্তাহে পাকিস্তান ও ওমান সফর শেষে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাখচি শান্তি ফেরাতে তিনটি প্রধান শর্ত দিয়েছিলেন। হরমুজ প্রণালীতে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করতে ইরান প্রস্তুত, তবে তার বিনিময়ে তেহরানের ওপর থেকে যাবতীয় মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তেহরান এখনই পরমাণু কর্মসূচি সংক্রান্ত কোনও আলোচনায় বসতে রাজি

নয়। নতুন চুক্তিতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো অথবা পশ্চিমপাকিস্তানে সংঘাত বন্ধের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের এই শর্তগুলো মানতে নারাজ। তিনি আপাতত হরমুজ প্রণালীতে অবরোধ বজায় রাখার পক্ষেই অন। রবোছেন। ট্রাম্পের এই অনমনীয় অবস্থানের প্রতিক্রিয়ায় ইরানের নৌসেনা কমান্ডার শাহরান ইরানি এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তিনি জানান, শত্রুপক্ষ ভয় পায় এমন আধুনিক অস্ত্র এই মুহূর্তে ইরানের কাছে মজুত আছে। অস্ত্রের ধরন নিয়ে রহস্য বজায় রেখে তিনি বলেন, “এটা ওদের নাকের ডগাতেই রয়েছে। আশা করি ওদের হাট অ্যাটাক হবে না।” পাশাপাশি ট্রাম্প প্রশাসনের কৌশলকে কটাক্ষ করে শাহরান জানান, হরমুজ অবরোধ করে ইরানকে চাপে ফেলার পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকার এই ‘বাস্তব অনুমান’ নিয়ে বর্তমানে সামরিক মহলে হাস্যহাসি হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

ভোট মিটলেও অশান্তি মিটল না বালিতে, ইভিএম ঘিরে রণক্ষেত্র ডনবন্ধো মোড়, পুলিশের লাঠিচাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৩০ এপ্রিলঃ ভোট শেষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অশান্তির পদ্যদ নামার লক্ষণ নেই বালিতে। বুধবার সন্ধ্যায় ইভিএম ঘিরে কলকাতা কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ডনবন্ধো মোড় এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে উন্মত্ত জনতাকে লক্ষ্য করে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লাঠি উচিচিয়ে তাড়া করতে হয়। মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় সোহনলাল স্কুল চত্বরের চেনা মেজাজ। এদিন সারাদিন ভোটগ্রহণ মোটের শান্তিপূর্ণ থাকলেও বিকেলের পর থেকেই উত্তেজনা দানা বাঁধতে শুরু করে। ভোট শেষ হওয়ার পর নিয়মামাফিক স্কুল থেকে ইভিএম মেশিনগুলি বাইরে বের করে আনার কাজ শুরু হতেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। অভিযোগ, স্কুলের বাইরে তখন ভিড জমিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শরয়ে শয়ে কর্মী ও সমর্থক। প্রশাসনের তরফে বারবার জমাদেশ করতে বলা হলেও তাতে আমল দেয়নি কর্মীরা। উল্টে ইভিএম নিয়ে যাওয়ার সময় ভিতরে মধ্যে ধাক্কাধাকি ও প্রবল হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য হন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে (দুরন্ত বার্তা ভিডিওর

সত্যতা যাচাই করেনি), যেখানে দেখা যাচ্ছে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ বেপনরোয়া লাঠিচাজ করছে। লাঠির ঘায়ে



মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায় স্কুল চত্বর। পুলিশ তাড়া খেয়ে গিলির মধ্যে ঢুকে পড়েন রাজনৈতিক কর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ টানটান উত্তেজনার পর এলাকায় পুনরায় শান্তি ফিরে আসে। তবে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ওই এলাকায় বিশাল পুলিশ সময় ভিতরে মধ্যে ধাক্কাধাকি ও প্রবল হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য হন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে (দুরন্ত বার্তা ভিডিওর

এবং কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, শুধু সন্ধ্যা নয়, বুধবার সকালেও বালি বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বুথে



ইভিএম বিকল হওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। ইভিএম খারাপ থাকায় ভোটগ্রহণ থমকে গেলে ক্ষুব্ধ ভোটাররা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেই সময়েও পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লাঠিচাজ করতে হয়েছিল। ভোট পরবর্তী বালির এই তপ্ত মেজাজ এখন হাওড়ার রাজনীতির অন্তরে নতুন করে চটা শুরু করে দিয়েছে। কমিশনের কড়া নজরদারির মধ্যেই কেন্দ্র বারবার লাঠিচাজের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তা নিয়ে উচ্চতর প্রশ্ন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৭৭টি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি! ডায়মন্ড হারবার নিয়ে ঢালাও অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ মিটলেও বিতর্কের অবসান হয়নি। প্রথম দফার ভোটপর্বে কল্যাণ ও পুনর্নির্বাচনের দাবি না উঠলেও, বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোট মিটতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ৭৭টি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণের আবেদন জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই চারটি আসনের মধ্যে তিনটিই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিকেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের অন্তর্গত। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দরফত সূত্রে জানা গেছে, পুনর্নির্বাচনের দাবি জানানো বুথগুলির সংখ্যা ফলতায় ৩২টি বুথ, ডায়মন্ড হারবারে ২৯টি বুথ, মগরাহাট পূর্বে ১৬টি থাকায় ভোটগ্রহণ থমকে গেলে ক্ষুব্ধ ফলতা, ডায়মন্ড হারবার এবং বজবজ বিধানসভা কেন্দ্র তিনটি অভিযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং মগরাহাট পূর্ব জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অংশ। কমিশন সূত্রের খবর, পুনর্নির্বাচনের অধিকাংশ আবেদনই এখানে প্রধান বিরোধী দল বিজেপির পক্ষ থেকে। বিশেষ করে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে বিতর্ক সবথেকে বেশি। বুধবার ফলতার

১৭০ এবং ১৮৯ নম্বর বুথের ইভিএমে ‘ট্রেপ’ লাগানো ছিল বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া সোমবার থেকেই



ফলতার পরিস্থিতি ছিল অপ্রিয়। পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির সামনে গিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ তুলেছিল শাসকদল। অন্যদিকে, বিরোধীদের দাবি - বহু বুথে ভোটারদের বাধা দেওয়া এবং ছাড়া ভোট হয়েছে, যার জেরেই এই পুনর্নির্বাচনের দাবি। গত ২৬ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৫২টি আসনের ৪৪ হাজার ৬৭৬টি বুথে ভোটগ্রহণ হয়েছিল এবং সেখানে একটিতেও পুনর্নির্বাচনের

প্রয়োজন পড়েনি। তবে বুধবার দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনের ৪১ হাজার ১২টি বুথে ভোটগ্রহণের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা

থেকে একযোগে ৭৭টি বুথে ফের ভোটের দাবি ওঠায় কমিশনের নিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আগামী ৪ মে ভোটগণনা। তার আগে কমিশন এই ৭৭টি বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই বুথগুলোতে ফের ভোট হলে তা নির্বাচনের ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

উৎকর্ষার অবসান,

প্রকাশিত
আইসিএসই ও
আইএসসি-র
ফলাফল



নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : উর্কষ্টার অবসান, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হল আইসিএসই ও আইএসসি-র ফলাফল। দশম শ্রেণির আইসিএসই এবং দ্বাদশ শ্রেণির আইএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশন (সিআইএসসিই)। এ বছর দশমের ফলাফল পরীক্ষা শেষের ৩০ দিন এবং দ্বাদশের ফল পরীক্ষা শেষের ২৬ দিনের মাথায় প্রকাশ করা হল। চলতি বছরের দশমের পরীক্ষার ফলাফলে নজর কেড়েছে পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলি (৯৯.৮৫ শতাংশ)। দ্বাদশের পরীক্ষায় এগিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি (৯৯.৮৭ শতাংশ)।২০২৬-এর আইসিএসই পরীক্ষায় পড়ুয়াদের পাশের হার ৯৯.১৮ শতাংশ। পরীক্ষা দিয়েছে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭২১ জন। মোট ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৯০ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ০৩২ জন (৯৮.৯৩ শতাংশ), ছাত্রীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার ৫৫৮ জন (৯৯.৪৬ শতাংশ)। এ বছর মোট ২,৯৫৭টি স্কুলে দশমের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল।পশ্চিমবঙ্গে আইএসসি পরীক্ষায় পড়ুয়াদের পাশের হার ৯৯.১৩ শতাংশ। উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ লক্ষ ০২ হাজার ৪১৪ জন পড়ুয়া। তাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৫৩ হাজার ৪৭২ জন (৯৮.৮১ শতাংশ), ছাত্রীর সংখ্যা ৪৮ হাজার ৯৪২ জন (৯৯.৪৮ শতাংশ)। মোট ১,৫৫৩টি স্কুলে দ্বাদশের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। সিআইএসসিই-র তরফে জানানো হয়েছে, খাতা রিভিউ করার সুযোগ পাবে পড়ুয়ারা ১ থেকে ৪ মে পর্যন্ত।

কমিশনের চোখে
সবাই সমান,
ভবানীপুরে ভোট
দিয়ে জানালেন সিইও
মনোজ আগরওয়াল



কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরবাল গত বুধবার অলিপুর পার্ক রোডের মিনারেল এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড কনসালটেলি লিমিটেডের ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুমোমুখি হয়ে বলেন, কমিশনের চোখে সবাই সমান এবং সকলকেই সমানভাবে দেখা হয়। ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-র কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি জানান, কারও অভিযোগ থাকলে তা কমিশনের কাছে জানানো যেতে পারে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হবে এবং কেউ দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।অন্যদিকে মনোজ আগরবাল হবারবে তাঁর দাবি, তিনি কোথাও দেখেননি যে কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটারদের বিরক্ত করছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না বলেও তিনি স্পষ্ট করেন। কোনও রাজনৈতিক দলের এজেন্ট কে বসতে না দেওয়ার অভিযোগও তাঁর কাছে আসেনি বলে জানান তিনি। ভোটের হার বৃদ্ধির প্রসঙ্গে মনোজ আগরওয়াল বলেন, নির্বাচনে কমিশনের সচেতনতা প্রচার এবং বহুতলে ভোটকেন্দ্র তৈরির ফলে কলকাতায় ভোটারদের হার বেড়েছে। অবশ্যই এক দফােই নির্বাচন সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সঠিক বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই রোগা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ডাফ্রেঞ্জ নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশে এলপিজি-র চাহিদা উধ্বমুখী, সরবরাহ ব্যবস্থাও শক্তিশালী হচ্ছেঃসূজাতা শর্মা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ এপ্রিল :দেশে রান্নার গ্যাস বা এলপিজি-র চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে বলে জানালেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা। গত সবুধবার এক আন্তঃমন্ত্রক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি জানান, অনলাইন বুকিংয়ের হার সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোয় এই বৃদ্ধির প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়েছে। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক সরবরাহও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। গত প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার হয়েছে।তিনি আরও জানান, দেশের শোধনাগারগুলো বর্তমানে স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে, কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে অপরিশোধিত তেলের মজুত রয়েছে। এর ফলে এলপিজি সরবরাহ ব্যবস্থায় কোনও বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটছে না। একদিনে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টনেরও বেশি এলপিজি সরবরাহ করা হয়েছে এবং



বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮,৮৩৮ টনে, যা সামগ্রিক চাহিদার দৃঢ়তার ইঙ্গিত দেয়।পিএইচডা ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি) সংযোগের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে জানান সুজাতা শর্মা। বর্তমানে দেশে

পিএনজি সংযোগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৯ লক্ষে। পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির তৎপরতাও জারি রয়েছে-২,২০০টি পরিদর্শন চালানো হয়েছে এবং ৫৪টি ক্ষেত্রে কারণ দর্শানোর

নোটিশ জারি করা হয়েছে।শুধু প্রচলিত জ্বালানিতেই নয়, নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রেও সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক গ্রিন হাইড্রোজেনের মতো ভবিষ্যতমুখী উদ্যোগে বিশেষ জোর দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই আইওসিএল, বিপিসিএল এবং এইচপিসিএল গ্রিন হাইড্রোজেন উপাদানের জন্য প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ শুরু করেছে।এর পাশাপাশি শোধনাগারগুলিতে শক্তি দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জ্বালানি ক্ষেত্রে ইথানল মিশ্রণ এবং টেকসই বিমান জ্বালানি (এসএএফ) উদ্যোগও দ্রুত এগোচ্ছে। সব মিলিয়ে এই পদক্ষেপগুলি শক্তি সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির দিকে দেশের অগ্রযাত্রাকে আরও দৃঢ় করছে।

‘দিয়াশী গণহত্যা’ মামলায় ৪৫ জনের শর্তাসপেক্ষে জামিন

ঝাড়গ্রাম, ৩০ এপ্রিল : প্রায় তিন দশক পুরনো ‘ দিয়াশী গণহত্যা’ মামলায় বড় মোড়। ছয়জন সিপিএম কর্মীকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ৪৫ জন অভিযুক্তকে শর্তাসপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করল হাই কোর্ট। গত শনিবার সন্ধ্যায় সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শিলদা এলাকায় তাঁদের সংবর্ধনা দিয়ে বিবেচনা করে ভূগমূলাজানা গিয়েছে, এক গ্রামীন হাউসে চিকিৎসক-সহ মোট ছয়জন অভিযুক্ত কর্মীকে খুন করে তাঁদের দেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়ার ঘটনায় ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত দ্বিতীয় জেলা ও দায়রা আদালত ৪৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। পরে এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হয়। গত ২১ এপ্রিল হাইকোর্ট শর্তাসপেক্ষে তাঁদের জামিন মঞ্জুর করে।শনিবার সংশোধনাগার থেকে মুক্তির পর শিলদা বাজারে অভিযুক্তদের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ভূগমূল নেতা হরধর মাহাতো, বেলপাহাড়ি ব্লক ভূগমূল সভাপতি বুবাই মাহাতো এবং মহিলা ভূগমূল নেত্রী নিয়তি মাহাতো।উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ৮ মে বেলপাহাড়ি রক্তের দিয়াশী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে, যা স্থানীয়ভাবে ‘ দিয়াশী গণহত্যা’ নামে পরিচিত। অভিযোগ, তৎকালীন অতিরিক্ত জেলাশাসক মনেন্দ্রনাথ মেহেরম খুনের ঘটনার পাশ্চা হিসেবে এই হামলা চালানো

হয়। ওই ঘটনায় দিয়াশী গ্রামের ভক্তিপদ মাহাতো, কার্তিক মাহাতো, বিদ্যুৎ মাহাতো, মাধব মাহাতো, হিজলা গ্রামের মনোজ গুড়াই এবং শিলদার হাতুড়ে চিকিৎসক সমীর মুখোপাধ্যায়-সহ ছয়জনকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।ঘটনার দিনই ভক্তিপদ মাহাতোর বাবা তিত্যানন্দ মাহাতো বেলপাহাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় মোট ১৫০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে ১০৬ জনকে গ্রেফতার করা হলেও পরে তাঁরা জামিনে মুক্তি পান। তদন্ত শেষে ১৯৯৩ সালের ২১ অগস্ট ১০৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়।পরবর্তী সময়ে বিচার প্রক্রিয়ায় ৪৫ জন অংশ নেন। বাকি অভিযুক্তদের মধ্যে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৯ জন এখনও পলাতক বলে জানা গিয়েছে। ২০২৫ সালের ১০ জুন মামলাটি ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত দ্বিতীয় জেলা ও দায়রা আদালতে স্থানান্তরিত হয়। ১৭ জুলাই চার্জ গঠন এবং ১৮ আগস্ট থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। পুলিশ, চিকিৎক ও স্থানীয়দের মিলিয়ে মোট ১৫ জন সাক্ষী আদালতে জবানবন্দি নেন।গত ৮ ডিসেম্বর আদালত ৪৫ জনকে দেহী সারাসু করে এবং ১০ ডিসেম্বর তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। পরবর্তীতে অভিযুক্তদের পরিবারের পক্ষ থেকে হাই কোর্টে জামিনের

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় সর্বোচ্চ ভোটদান, দাবি সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের কলকাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গে চলতি বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ ভোটদানের হার রেকর্ড হয়েছে বলে দাবি করলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বুধবার নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশিত বার্তায় তিনি বলেন, চূন্যও কা পূর্ব পশ্চিমবঙ্গ কা গার। ভোট উৎসবে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণকে তিনি গণতন্ত্রের বড় সাফল্য হিসেবে ব্যাখ্য করেন।জ্ঞানেশ কুমার জানান, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উৎসবের আবহে ভোটধিকার প্রয়োগ করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটে রেকর্ড সংখ্যক ভোটার বুধমুখী হওয়ায় নির্বাচন কমিশনও সন্তুষ্ট। তাঁর বক্তব্য, মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণই অব্যাহ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মূল শক্তি।নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোটার সচেতনতা কর্মসূচি, বাড়ি বাড়ি প্রচার এবং শহর ও গ্রামে সহজে পৌঁছনো যায় এমন ভোটকেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কমিশনের দাবি, সেই উদ্যোগের ফলেই ভোটদানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।এদিন পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে মানুষের এই অংশগ্রহণ আগামী দিনের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করছে।

ভবানীপুরে বুথ পরিদর্শনে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল :গত বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে ভবানীপুর কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ তুলে। ভূগমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সকালে বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন।কালীঘাটের বাসভবন থেকে বেরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেতলা এবং পদ্মপুকুর রোডে এলাকার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের ভূরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তিনি চক্রবেড়িয়া অঞ্চলের একটি বুথও পরিদর্শন করেন।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ভিনরাজ্য থেকে আসা পর্বষেক্ষকরা ভোটারদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছেন। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, অনেক পর্বষেক্ষক রাজ্যের বাইরে থেকে এসেছেন। তাঁরা বিজেপির নির্দেশে কাজ করছেন এবং আদালতের নির্দেশ মানছেন না। আমরা আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছি, তা সড়েও বাইরে থেকে পর্বষেক্ষকদের আনা হয়েছে।প্রশাসনিক আধিকারিকদের বদলি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি আরও দাবি করেন যে, নির্বাচন কমিশন ভূগমূল কংগ্রেসকে হেনস্থা করছে এবং পক্ষপাতিত্ব চলছে।অন্যদিকে, মমতার এই বুথ পরিদর্শন নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চাপে পড়েই সাতসকালে ময়দানে নেমেছেন। তাঁর মতে, প্রবল চাপ না থাকলে কোনও নেতা এভাবে বুথে বুথে ঘোড়েন না।

রোহিত শর্মার জন্মদিনে শুভেচ্ছা সিএবি-র

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল :ক্রিকেটার রোহিত শর্মার জন্মদিনে বাংলা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর তরফে বৃহস্পতিবার শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় সিএবি-র পক্ষ থেকে লেখা হয়, ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে দিনটি বিশেষ।এদিকে, আইপিএল-এর অনেকগুলি ম্যাচ হয়ে গেল, এখনও চোট পাওয়ার পর দেখা পাওয়া গেল না রোহিত শর্মা। প্রতিযোগিতা চলাকালীন



হ্যামস্টুিংয়ে চোট পেয়েছিলেন রোহিত। তারপর আর দেখা গেল না রোহিতকে। টানা চার ম্যাচ দলের হয়ে খেলেননি তিনি।

রাহুল গান্ধীর কাংড়া সফর, কংগ্রেসের জেলা সভাপতিদের প্রশিক্ষণ শিবিরে আলোচনা



সফরশা, ৩০ এপ্রিল :লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী একদিনের কর্মসূচি বৃহস্পতিবার সকালে হিমাচল প্রদেশের কাংড়ায় পৌঁছেছেন। তিনি এখানে তিনটি রাজ্যের জেলা কংগ্রেস সভাপতিদের নিয়ে আয়োজিত বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিচ্ছেন, যেখানে সংগঠন শক্তিশালীকরণ ও নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা চলছে।এদিন দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে নেওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।শিবিরে অংশ নেওয়া তিনটি রাজ্যের প্রায় ৮০ জন জেলা সভাপতি ভূগমূল স্তরে সংগঠন পরিচালনা, ভোটার সংযোগ এবং রাজনৈতিক প্রচারের আধুনিক কৌশল নিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এই কর্মসূচিকে কংগ্রেসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।রাহুল গান্ধীর সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে শিবিরস্থল পর্যন্ত একাধিক নিরাপত্তা সংস্থা নজরদারি চালাচ্ছে বলে জানান।

মোদীর আমন্ত্রণে ৫-৭ মে ভারতে আসছেন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে আগামী ৫-৭ মে ভারত সফরে আসছেন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি টো লাম। ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি টো লাম আগামী ৫ মে ভারত সফরে আসছেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন সাসদেশের একাধিক মন্ত্রী এবং উর্ধ্বতন আধিকারিকদের এক প্রতিনিধিদল। এছাড়াও তার সঙ্গে থাকবেন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল।বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চলতি মাসেই ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর এটি লাম-এর প্রথম ভারত সফর। ৬ মে রাষ্ট্রপতি



ভবেনে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ভিয়েতনাম-এর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিবিত্ত বিষয়ে মতবিনিময় করবেন। সফরকালে উত্তরপ্রদেশ টো লাম বুধনগা এবং মুম্বই যাবেন বলে মনে খবর সূত্রে থেকে।

দূরন্ত বাৰ্তা,কলকাতা

রাশিফল

মেসঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন কিছু শুরু করার দিন। আপনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন আর আপনার আইডিয়া শেয়ার করার মোটিভেশন থাকবে। বৃষঃআজকের দিনটা বুধ রাশির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আপনার চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতা আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যগুলোর দিকে এগোতে সাহায্য করবে। মিশুনঃ অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেল্থ খাবেন যান। অর্ধের অভাব পরিবারে আজ মতবিরোধের কারণ হতে পারে।

কর্কট রাশিঃযদি সন্তুষ্ট হা তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল এবং এটি আপনাকে আরো দুর্বল করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে। সিংহঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বেশি থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার আইডিয়া আর প্ল্যানগুলো আরও ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে। কন্যাঃ কন্যা রাশি রজনী আজকের দিনটা আত্মবিশ্লেষণ আর উন্নতির জন্য উপযুক্ত। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সফল হবে। সন্তান হতে পারে আজ

তুলাঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসারে শান্তি হবে। বৃশ্চিকঃ বিষাদ বেড়ে ফেলে দিন-৷ যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিতে বায়ত করছে। যারা ট্যান্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। শুভদিন ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন অসন্তান নিয়ে আসার অপর্শন আপনার সৃজনশীলতাকে পুরোপুরি কাজে লাগতে পারবে। শুভদিন মকরঃ আজ আপনার দিনটো এনার্জি আর উদ্দীপনায় ভরা থাকবে। আপনি আপনার লক্ষ্যপানে জোরদারভাবে এগিয়ে যাবেন। আপনার কটোর পরিচয়ের ফল পাওয়ার ইঙ্গিত আছে, তাই আত্মবিশ্বাসী থাকুন আর যেকোনও চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকুন। কুল্লঃজীবনকে উপভোগ করার দায়িত্ব আপনার কর্তা দেখে নিন। যোগব্যায়ামের সাহায্য নিন- যা আপনাকে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকতে শেখাবে যাতে আপনার মেজাজের উন্নতি হয়। ব্যবসায় সাফল্য হবেই। মীনঃআপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভ্রম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ তাক্ষণিকভাবে আপনার স্বাধের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ভাল স্বাস্থ্য উপভোগে আপনার প্রতিরুদ্ধতা আছে। কাজের সুযোগ হতে পারে আজ। প্রেম আসবে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ আশপাশের জেলায় মারেমধ্যে রোদের দেখা মিললেও, অস্থিতি তেমন নেই। পূর্বাভাস মতো ইতিমধ্যেই কলকাতা-সহ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। বুধবার রাতের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কয়েকটি অংশে ভারী বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির সৌজন্যে স্বস্তি ঘিরেছে, একধাক্কায় অনেকটাই নেমেছে তাপমাত্রার পারদ। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫.৮ ডিগ্রি কম। বৈশাখে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে কলকাতাথ্য। বুধবার সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ৫৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায়।আলিপুর আবহাওয়া দক্ষতর জানিয়েছে, আগামী জেলায় বৃষ্টি চলেবে। তবে, জেলার সর্বত্র বৃষ্টি হবে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। একইসঙ্গে বইতে পারে ঝোড়া হাওয়া। উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতেও ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় কালশৈথবীর সতর্কতা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিঙ্গুর, আলিপুরদুয়ার-সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৭শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫৫মিনিট।ভাটা-বেলা ১১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০২টা ৫৪ মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৫ টা ০৪মিনিট হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিট হতে পারে।

ভোট পরবর্তী ‘হামলা’য় বাঁকড়ায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মী

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাকড়া, ৩০ এপ্রিল : ভোট পরবর্তী ‘হামলা’র ঘটনায় ডেমুজুড়ের বাকড়ায় ‘আক্রান্ত’ এক বিজেপি কর্মী। ১৭সি ফর্ম কারেকশন করছিলেন তিনি। কর্মীদের কাছ থেকে ‘ফর্ম ১৭সি’ সংগ্রহের কাজ চলাকালীন হাওড়ার বাকড়ায় ডেমুজুড় ৪নং মণ্ডলের ওই বিজেপি কর্মী শেখ নাজিমুদ্দিনের উপর ‘হামলা’র অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। আহত অবস্থায় শেখ নাজিমুদ্দিনকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আনা হয়। নাজিমুদ্দিন বলেন, এপ্রদিন কর্মীদের কাছ সংগ্রহ ১৭সি ফর্ম সংগ্রহ করছিলাম। সেই সময় বাইক বাহিনী দুকুতিয়া এসে অতর্কিতে আমার উপর হামলা চালায়। লোহার রড, বাইকের ধাক্কা নিয়ে হামলা হয়। প্রথমে পিছন দিক থেকে আমার ডান কাঁধে মারা হয়। আমি মাটিতে মাথা ঘুরে পড়ে যাই। এরপর এলোপাখাড়ি কিল, চড়, ঘুসি মারতে থাকে তারা। এরা প্রায় গোটা পঞ্চমকে বাইক নিয়ে এসেছিল। আমাকে সামনে ও পিছনে ঘিরে ধরে আক্রমণ করা হয়। বাকড়া অঞ্চলের তিন নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান এবং বর্তমানে পঞ্চায়েত সদস্য সহ ওই বাইক বাহিনী আমার উপর হামলা চালায়। ঘটনার পর থেকে আমি প্রচণ্ড আতঙ্কিত রয়েছি। এরপর আমাকে হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসার পর ডেমুজুড় থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়ে।

নিরাপত্তা জোরদারে কিউআর কোড ভিত্তিক পরিচয়পত্র চালুর সিদ্ধান্ত

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ এপ্রিল : নির্বাচন কমিশনের গণনাকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে কিউআর কোড ভিত্তিক পরিচয়পত্র চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অননুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ রোধ করতে এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে বলে কমিশন জানিয়েছে। আগামী ৪ মে অসম, কেন্দ্র, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ ও পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনের গণনা থেকেই এই ব্যবস্থা চালু হবে। পাশাপাশি পাঁচটি রাজ্যের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে। ভবিষ্যতে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের সব ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে রিটানিং অফিসার, গণনাকর্মী, প্রযুক্তিগত কর্মী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট ও গণনা এজেন্টরা। অননুমোদিত সাংবাদিকদের প্রবেশ আগের মতোই নির্বাচন কমিশনের জারি করা অনুমতিপত্রের ভিত্তিতে হবে। জেলা নির্বাচন অধিকারিকার ও রিটানিং অফিসারদের এই নতুন ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত কর্মী মোতায়েন করে নির্ধারিত চেকপোস্টে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন শেষের পরে গণনা কেন্দ্রে বন্দি করা হলো জনতার রায়

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়গমার, ৩০ এপ্রিল : বৃধদার শেষ দফার নির্বাচন শেষ হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন শেষ হবার পরে বুথ থেকে ডি সি আর সি ইউ ইউএম আসার পথে তুমুল ঝড়ু হিটডিতে সব পুত হয়ে গেলে। শেষ বার অবধি একাধিক ডি সি আর সি যে ইভিএম জমা করতে লেগে যায় ভোট কর্মীদের। আর তার পরে বৃহস্পতিবার সকালে ডি সি আর সি থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার ঘেরা টোপে গণনা কেন্দ্রে স্টোকেমের ইভিএম পাঠানো হয়। বর্তমানে কড়া পাহারায় বন্দি ‘জনতার রায়’। আগামী কয়েক দিন এই স্ট্রুংফেমই বন্দি থাকবে জনতার রায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিশ্চিহ্ন নিরাপত্তায় স্ট্রংফেম গুলিকে মুড়ে ফেলা হয়েছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে, এনার রেজিস্টারের পালা। ভোটের ফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত এই স্ট্রংফেম গুলিতে থাকবে কড়া পাহারা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ২৪ ঘণ্টা নজর রাখছেন। নির্বাচন পরবর্তী এই পুরো প্রক্রিয়াকে সচ্ছ ও সতর্কতার রাখতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সুরক্ষতা অলংকন করছে বলে জানা গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মোট ৩১টি আদার রয়েছে। ১২টি ভোটগণনা কেন্দ্রে এই ৩১টি আদারের গণনা হবে। ফলে এই গণনা কেন্দ্রগুলিতে স্ট্রংফেম রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কুলতলির ভগবানচন্দ্র হাইস্কুলের ডিসিআর সি থেকে কুলতলি বিধানসভাও ও নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাবননে ডি সি আর সি থেকে জয়গমার বিধানসভার ইভিএম নিয়ে যাওয়া হয় যাদবপুর এ সি সি পলিটেকনিক কলেজের গণনা কেন্দ্রে ।

ভোট মিটতেই উত্তপ্ত দক্ষিণ কলকাতা, বেহালা ও নিউ আলিপুরে হামলার অভিযোগ

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতেই দক্ষিণ কলকাতার একাধিক এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে বেহালা ও নিউ আলিপূরে সংঘর্ষ, হামলা এবং রীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তীব্র হয়ে ওঠে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজেপি আশ্রিত দুকুতীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়ছে। ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জখম হয়েছেন এবং পুলিশ ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, বৃধবার রাতে ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই বেহালা পশ্চিমের অন্তর্গত ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর রামকৃষ্ণ পল্লিতে তৃণমূল কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে একত্রিত হয়েছিলেন। সেই সময় আচমকাই কয়েকজন দুকুতী সেশোনে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হামলাকারীরা ইট ও বাঁশ নিয়ে এসে নির্বাচরে মারধর শুরু করে। তৃণমূলের অভিযোগ, এই হামলার পেছনে বিজেপি আশ্রিত দুকুতীদের হাত রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর এবং দলের রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক অঞ্জন দাস। তবে তার উপস্থিতিতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। হামলাকারীরা তাঁকেও লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায়। মারধরের পরে তাঁর মাথা কেটে যায় এবং গুরুতর জখম হন তিনি। এই ঘটনায় মোট পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ঘটনার পরেই এলাকায় ব্যাপক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তদাশি চলছে। এলাকায় এখনও উত্তেজনা থাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং র্যাক্‌ও মোতায়েন রয়েছে। এই ঘটনার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়।

‘সিংঘমে’র রাজত্বে ইভিএম ‘কারচুপি’ ৭৭টি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি, বৃহস্পতিবার কমিশনের জরুরি বৈঠক

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : প্রথম দফার ভোটে কোণগুরুম পুনর্নির্বাচনের দাবি না উঠলেও দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই রাজ্যের নির্বাচনী আবহে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল। বৃধবার ভোটপর্ব মিটতেই হুতাং করে ৭৭টি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি উঠেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সমস্ত বুথই দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রেজানা গিয়েছে, এই অভিযোগ গুলি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবারই একটি জরুরি বৈঠকে বসে কমিশন। এই বৈঠকেই চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে ঠিক কতগুলি বুথে পুনর্নির্বাচন হবে। কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বৃধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মোট ৭৭টি অভিযোগ জমা পড়ছে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ এসেছে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে, যেখান ৩৬টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তেজনা দফার সেশ ন থেকে ২৯টি অভিযোগ জমা পড়ছে। এছাড়া মগুরাহাট থেকে ১৩টি এবং বজরুগুথেকে ৩টি অভিযোগ জমা পড়ছে বলে জানা গিয়েছে। এই সমস্ত অভিযোগের মধ্যে বেশ কিছু গুরুতর অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ গুলির মধ্যে কোথাও ইভিএম মেশিনে টেপ লাগানোর কথা বলা হয়েছে, আবার কোথাও ইভিএমে আতর বা সুগন্ধি লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। এমনকী, ভোটগ্রহণ চলাকালীন ক্যামেরার সালীন রফাল চাপা দিয়ে নজরদারি বাধ্যগত করার মতো ঘটনাও অভিযোগের তালিকায় রয়েছে। যদিও কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিকের দপ্তরের তরফে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি, তবে কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে যে অধিকাংশ অভিযোগই এসেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির পক্ষ থেকে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আরও একটি বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এসেছে, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। অভিযোগ

এক্সিট পোল ঘিরে উচ্ছ্বাসে লাগাম টানতে বললেন তথাগত রায়, ফল ঘোষণার আগে সতর্ক থাকার বার্তা

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবারও চড়েছে বঙ্গের রাজনৈতিক পারদ। ঠিক পাঁচ বছর আগে, ২০২১ সালের নির্বাচনের সময় যেমন এক্সিট পোলের ফলফলকে রাজ্যে গেরুয়া বাড়ুর ইঙ্গিত মিলেছিল, তেমনই এবার ২০২৬ সালের নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতেও নানা সমীক্ষায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। তবে সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিয়ে এবার সতর্কতার বার্তা দিলেন বিজেপির বরীয়ান নেতা তথাগত রায়। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এক্সিট পোল দেখে আনন্দিত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া মোটেও ঠিক নয়। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের ফেসবুক পোস্টে তথাগত রায় দলের কর্মী ও নেতৃত্বের উদ্দেশে এই বার্তা দেন। তিনি লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি! এগজিট পোল নিয়ে আনন্দিত হোন, কিন্তু উচ্ছ্বসিত হবেন না।’ তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, ভোটারে ফল ঘোষণার আগে কোনওকর্ম চিলেমি বা আত্মতুষ্টির জয়গা রাখতে নারাজ তিনি। শুধু সতর্কবার্তাই নয়, সংগঠনের স্তরের ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন এই বরীয়ান নেতা। তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি! এগজিট পোল নিয়ে আনন্দিত হোন, কিন্তু উচ্ছ্বসিত হবেন না। ভোটগণনা এখনো বাকি আছে, তাতে চ্যোরের দল কি চেষ্টা করতে পারে আমরা জানি না। কাউন্টিং এজেন্টদের নির্দেশ দিন, রিটনিং অফিসার জয়ী ঘোষণা করা পর্যন্ত তারা যেম গাটি হয়ে সেখানে বসে থাকে। কোথাও নেন না যায়। ২০২১-এর কড়া তুলবেন না। যে শিপিাঞ্জির উপর পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, সে বেলা সাড়ে বারোটার সময় আত্মসমর্পণ করে, ‘মমতাজী-হে

ভোট পর্ব মিটতেই অশান্ত ভোটপাড়া, তৃণমূল নেতাকে মারধর ও গুলিচালনার অভিযোগে চাঞ্চল্য

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া। তৃণমূল কংগ্রেসের এক স্থানীয় নেতাকে বেধড়ক মারধর এবং গুলি চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃধবার রাতেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। আক্রান্ত তৃণমূল নেতা নরেন দাস, যিনি বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার জন্য বিজেপি আশ্রিত দুকুতীদের দায়ী করেছে তৃণমূল, যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাটপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে। বৃধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ চলছিল, যেখানে ৭ জেলার ১৪২টি বিধানসভা আসনে ভোট হয়। ভাটপাড়াও ছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির একটি। অভিযোগ, ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর তাপস দাস তাঁর ঘৃথের কাছে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বচসা বাঁধে বাসে জানা গিয়েছে। বচসা দ্রুতই হাতহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই সময় বিজেপি আশ্রিত কয়েকজন দুকুতী তাপস দাসের উপর হামলা চালায়। তাঁকে মারধর করে গুরুতর জখম করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, মারধরের জেরে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে কামারহাটির সাগর দত্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই জানা গিয়েছে। ঘটনার আরও একটি গুরুতর দিক রয়েছে। যা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলেছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তাপস দাস পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে

তিনি সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, আসাম নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কায় বিজেপি ভীত হয়ে পড়ছে এবং সেই কারণেই পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে। তিনি আরও ঞ্শীয়ার দিয়ে জানান, যদি সমস্ত দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার না করা হয়, তাহলে তৃণমূল রাজ্যায় নেমে আন্দোলনে নামবে। অন্যদিকে, একই দিন সন্ধ্যায় নিউ আলিপু়ে এলাকায় আরও একটি গুরুতর অভিযোগ সামনে আসে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিজেপির উদ্দানিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা স্থানীয় বসতিতে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ঘরে ঘরে ঢুকে মারধর করা হয়েছে এবং মহিলাদের পোশাক ছিড়ে রীলতাহানির মতো ঘটনাও ঘটেছে। এই ঘটনায় অন্তত ৯ জন জখম হয়েছেন, যাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় টলিগঞ্জের বাস্তুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও যোধপুর পার্ক উইমেন পলিটেকনিকের সামনে তৃণমূল কর্মীদের উপর লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনাগুলির খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে পৌঁছান রাসবিহারীর তৃণমূল প্রার্থী তথা বিধায়ক দেবাসিধি কুমার এবং রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস। হাসপাতালে দাঁড়িয়ে দেশেশিম কুমার কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘হতশার পাশাপাশি ক্ষমতা দেখাতে বিজেপি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি ঢুকে এই নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছে। ওরা ভাবতে পারেনি এত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে এবং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসএইআরের প্রতিবাদে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ভোট দেন। তাই ভোট শেষ হয়ে গেলেও দেশবাসীর মতো সিআরপিএফ দিয়ে এই হামলা চালান।’ এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কলকাতার রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শাসকদল ও বিরোধী দলের মধ্যে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পালা জারি রয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালানোও এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে এই ধরনের সহিংসতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

বেহালার পর্ণশ্রীতে দুই ভাইকে বাড়িতে ঢুকে বেধড়ক মার

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বেহালা, ৩০ এপ্রিল : ভোট শেষ হতেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এবার উত্তেজনা খাম কলকাতায়। অভিযোগ, গতকাল সন্ধ্যা প্রায় আটটা নাগাদ বেহালা এলাকায় প্রসেনজিৎ ব্রস্মের বাড়িতে চড়াও হয় স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। আক্রান্ত প্রসেনজিৎ ব্রস্ম এইবার তাঁর ভাই অভিজিৎ ব্রস্ম দুজনই বিজেপির সদস্য বলে দাবি পরিবারের। পরিবারের অভিযোগ, হঠাৎই ২০ থেকে ৩০ জনের একটি দল, তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এরপর দুই ভাইকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয়। সেই সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা কয়েকজন বন্ধুকেও লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ দুই ভাইয়ের উপর পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় দুই ভাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাস্থলেই ইতিমধ্যেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল।

সরকারি কর্মচারীদের কমিশনের কাছে ভোট দেওয়ার আবেদন

দূরস্বভাা, সুমন দে, ৩০ এপ্রিল : বিধানসভার দুই দফা নির্বাচন শেষ হয়ে গেলেও নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত থাকা যে সব ভোটারই প্রশাসনের গাফিলতিতে এখনও পোস্টাল ভোট দিতে পারেননি তা দেওয়ার জন্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের একাংশকে নিয়ে গঠিত যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে লেখা চিঠিতে নির্বাচনে একাধিক কেন্দ্রে জয়ের ব্যবধান কম থাকার সম্ভাবনা থাকায় এই ভোট ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি গণনা কেন্দ্রে কার্যপূি রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের কথাও বলা হয়েছে।

ভোট-পরবর্তী হিংসা মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থার আশ্বাস

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ এপ্রিল : রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসা মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশন সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানানিয়েছেন। তিনি জানান, কয়েকটি জায়গায় বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটছে এই সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি আশ্বাস দেন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, পুনর্নির্বাচন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। অভিযোগগুলির স্ক্রুটনি চলছে এবং সেই রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠানো হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন। কাউন্টিং সেন্টারের নিরাপত্তা নিয়েও কিছু অভিযোগ এসেছে বলে স্বীকার করেন তিনি। এই প্রেক্ষিতে তিনি জানান, নিজে বিভিন্ন ভোটকাল্ডির সেন্টার পরিদর্শনে যাবেন এবং কমিশনের প্রতিনিধিরাও ইতিমধ্যে খেঁজখবর নিচ্ছেন। প্রয়োজন হলে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে। ইভিএম সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা ৭৭-এই থেমে রয়েছে বলে জানান তিনি।

ভাঙড়ে ভোট মিটতেই উদ্ধার হল তাজা বোমা

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড়, ৩০ এপ্রিল : ভোট মিটতেই আবার ভাঙড় বিরে গেল নিজের চেয়ারায়। সাম্প্রতিক অতীতে ভোটের সময় এই শান্তিপূর্ণ ভাঙড়কে দেখা যায়নি। অশান্তি এড়াতে আগে থেকেই পদক্ষেপ গ্রহন করেছিল নির্বাচন কমিশন। বোমা উদ্ধার, বোমা তেরির সংকীর্ণ সব মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এনআইএ-কে। সম্প্রতি ভাঙড়ে বোমা উদ্ধারের দৃষ্টি মামলার তদন্ত করছে এনআইএ। সেই সূত্রে গত কয়েকদিন ধরে ভাঙড়়েই রয়েছে নিজেরাও প্রতিনিধি দল। বৃধবার ভোটের দিনও এই প্রতিনিধি দলকে রাজ্যে দেখা গিয়েছে। যদিও ভোটের আশয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা না হলেও তদন্ত জারি রেখেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ভাঙড়ে ৭৯টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছিল। এই ঘটনায় তদন্ত করছে এনআইস্ব এ। প্রথমে ভাঙড় ডিভিশনের উত্তর কাশীপুর থানায় এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশেই এই সংক্রান্ত মামলা নিজেদের হাতে নেয় এনআইস্ব এ। রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ভোট করতে কড়া অবস্থান নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। বোমা প্রস্তুতকারীদের গ্রেপ্তার করতে বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ ও দেওয়া হয়। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখ তে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে এই নির্দেশ দিয়ে নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি জানোয়ার বোমা তেরির মামলা সহ এই ধরনের সমস্ত মামলার তদন্ত করবে এনআইএ। ভাঙড়ের দৃষ্টি বোমা উভ্র ঙ্কারের ঘটনাতোই এনআইএ-র দল কাজে এসে তদন্ত শুরু করেছে।

গৃহপ্রবেশের আগে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই বোন

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর, ৩০ এপ্রিল : ৪ পর্যা় মে গৃহপ্রবেশের আনন্দের প্রস্তুতি মূহূর্তে বদলে গেল শোকে। গঙ্গাজল ও পবিত্র মাটি সংগ্রহ করতে গিয়ে ভ্রাতাবহ দুর্ঘটনার শিকার হল দুই বোন। ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাড়ে ঘাটে। নিখোঁজ দুই বোনের নাম আঁচল ঠাকুর (২০) ও কোমল ঠাকুর (১৮)। এর মধ্যে কোমলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলেও এখনও পর্যন্ত আঁচলের খোঁজ মেলেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানের জন্য গঙ্গাজল আনতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘাটে গিয়েছিল দুই বোন। সেই সময় গঙ্গায় জেয়ার ছিল বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। প্রথমে পরিবারের সদস্যরা গঙ্গার জল সংগ্রহ করেন। এরপর আঁচল ও কোমল কিছুটা নেমে স্নান করতে যান। ঠিক সেই সময়ই ঘটে বিপত্তি। পরিবারের দাবি, আচমকাই পা পিছলে গিয়ে দু’জনেই গঙ্গার জলে তলিয়ে যান। মূহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুই বোন শ্রোতের টানে হারিয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা সঙ্গে সঙ্গে ডি্‌কার করে সাহায্য চাইতে থাকেন, কিন্তু প্রথমদিকে কাউকে পাওয়া যায়নি বলেই অভিযোগ। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডিভিস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের কর্মীরা এবং তদাশি অভিযান শুরু হয়। তদাশি চলাকালীন আঁচল ঠাকুরকে ব্যারাকপুরের অন্নপূর্ণা ঘাটের কাছে উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যদিকে কোমল ঠাকুরকে এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং তাঁর সন্ধানে তদাশি অভিযান জারি রয়েছে। নদীর শ্রোত ও জোয়ারের কারণে উদ্ধারকাজে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পরিবারের এক সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অদ্ুজনে স্নান করতে নেমেছিল। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যায় এবং তলিয়ে যায়। আমরা অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেছি, কিন্তু সাহায্য পাইনি। অনেকে দেরিতে উদ্ধারকারী দল পৌঁছয় ন।এই অভিযোগ ঘিরে প্রশ্ন উঠছে উদ্ধারকাজের তৎপরতা নিয়েও। এই ঘটনার পর এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনার আকস্মিকতায় ভক্তিত। উল্লেখ্য যোগ্যতায়, সম্প্রতি খালির উত্তরণভাঙেও গঙ্গায় স্নান করতে নেমে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছিল। ফলে বারবার এই ধরনের দুর্ঘটনা সামনে আসায় নদীতে স্নানের সময় আরও সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

মিম নেতা মোফাক্কেরুল ইসলামের জামিন ফের খারিজ

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : মালদহের মোখাবাড়ি কাণ্ডে গ্রেপ্তার মিম নেতা মোফাক্কেরুল ইসলামের জামিনের আবেদন আবারও খারিজ করল এনআইএ-র বিশেষ আদালত। শুধু তিনি নয়, এই মামলার ধৃত আরও ৫২ জনেরও জামিন মঞ্জুর হয়নি। বৃহস্পতিবার এনআইএ-র বিশেষ আদালত মামলার শুভানি চলাকালীন বিচারক সুকুমার রায় অভিযুক্তদের আরও ২৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের রাখার নির্দেশ দেন। ফলে আগামী ১৩ মে পর্যন্ত মোফাক্কেরুল ইসলাম-সহ সবকাল অভিযুক্তকে জেলে হেফাজতেই থাকতে হবে। ঘটনায় সূত্রপাত গত ১ এপ্রিল। সেদিন এসএইআরের কাজে নির্বাচন কমিশনের গঠিত ট্রাইব্যুনালের বিচারকরা মালদহে গেলে মোখাবাড়ি এলাকায় তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন ও অকিৎসে তাঁদের রাস্তার আটকে রাখেন। এই ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে অভিযোগ ওঠে, গোটা ঘটনার নেপথ্যে উসকানি দিয়েছিলেন মিম নেতা মোফাক্কেরুল ইসলাম। জানা যায়, ওই দিাই সুজাপুরে একটি সভা থাকে তিনি এসএইআর প্রসঙ্গে উসকানিমূলক বক্তব্য রাখেন, যার জেরেই মোখাবাড়িতে এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিচারকদের রাস্তরূপ আটকে রাখার মতো গুরুতর ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এই মামলায় জড়িত আরও একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে হামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে। সেই অনুযায়ী ধৃতদের এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং মামলার বিচারপ্রক্রিয়াও এনআইএ-র বিশেষ আদালতে শুরু হয়। বৃহস্পতিবারের শুভানিতিতে এনআইএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, তদন্ত এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং অভিযুক্তদের ফোনকল ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করতে আরও সময় প্রয়োজন। শুভানির সময় অভিযুক্তদের আইনজীবী জামিনের আবেদন জানিয়ে বলেন, ‘আমরা জামিনের আবেদন জানাছি। কারণ এস আই আর নিয়ে আপোলনে এখনও চলছে।’ পালটা এনআইএ-র আইনজীবী শ্যামাল ঘোষ সংঝাল করেন, ‘আমরা আপত্তি জানাছি। কারণ তদন্ত এখনও চলছে।’ আরও সওয়াল, ‘আমাদের এখনও তদন্ত চলছে। প্রতিদিনের রিপোর্ট আমরা সুপার্টে পাঠাচ্ছি। এর আগে এই আদালত এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামকে জামিন দেননি। এই ব্যক্তি পুরো হাইওয়ে জাম্য করে রেখেছিল রাত সাড়ে বারোট। আপেকা। আর দ্বিতীয়জন এরামুল বাগনি যে মোফাক্কেরুলের বন্ধুবোের অভিযোগে আন্দোল্ড করেছিল, যার জন্য এত বড় ঘটনা ঘটেছিল। তাই আমরা এই জামিনের বিরোধিতা করেছি। এখনও আমরা অভিযুক্তদের ফোনকল যাচাই করছি। আমাদের ন্যূনতম আরও ২৪ দিন চাই তদন্তের জন্য।’ উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারক সুকুমার রায় এনআইএ-র আবেদন মেনে নেন এবং অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন।

নিরাপত্তা ছাড়াই অমূলক বিজেপি প্রার্থীর যাওয়ার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর

দূরস্বভাা, উচ্ছল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ৩০ এপ্রিল : কুলতলিতে রাতের অন্ধকারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা ছাড়াই গোপনে ইভিএম নিয়ে যাওয়া ছিছিল বলে অভিযোগ বিজেপির বৃধবার নির্বিষয়ে ভোট পর্ব মিটতেই এই অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। এদিন রাতে হাতেনাতে গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি প্রার্থী। কুলতলিতে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানানোে বিজেপি প্রার্থী মাধবী মল্লবার। বৃধবার ভোট গ্রহণ শেষে রাতের অন্ধকারে বড় বৃষ্টির মধ্যেই বুথ গুলি থেকে জামতলার ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলের ডিসিআরসিতে ইভিএম আনা হয়। কুলতলি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী মাধবী মল্লবারের অভিযোগ যে,বহু ইভিএম মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে অটোতে করে বা বিভিন্ন গাড়িতে করে। যে গাড়িতে কোন পুলিশ কিংবা কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না। ইভিএম বদলের আশঙ্কা থাকায় বিজেপি প্রার্থী প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে কুলতলির কাটবািল এলাকায় একাধিক ইভিএম নিয়ে আসা অটো আটকে বিক্ষোভ দেখান। আর সেই সময়েই একটি ডিভিডো সাক্ষাৎ হয়েছিল। তৃণমূলের অভিযোগ ছিল ইভিএম মেশিন খারাপ নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে তাদের এজেন্টকে মারধর করা হয়। এই ঘটনায় ২ জনকে আটক করা হয়। এই ঘটনার পর ফের রাতেও ‘লাঠিচার্জ’ করা হয় বলে অভিযোগ। সমাজ মাধ্যমে ‘ভাইরাল’ হয় সেই ডিভিও। যদিও সেই ডিভিও ছবির সত্যতা যাচাই করেনি এই সংবাদমাধ্যম। লাঠিচার্জে আহত তৃণমূল কর্মীকে বৃষ্টির মধ্যে উদ্ধার করে গাড়িতে হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন বাকি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ‘কলেশ মিশ্র। তিনি বলেন, ‘শুধু পিসারপিএসই লাঠিচার্জ করেনি, হাওড়া সিটি পুলিশের কিছু আধিকারিকও করেছেন। এরা কমিশন ও বিজেপির হয়ে কাজ করেছেন।’

লিলুয়ার সোহনলাল স্কুলের সামনে রাতেও ফের লাঠিচার্জ-এর অভিযোগ

দূরস্বভাা, নিজস্ব সংবাদদাতা, লিলুয়া, ৩০ এপ্রিল : লিলুয়ার সোহনলাল স্কুলের সামনে রাতেও ফের লাঠিচার্জ এর অভিযোগ উঠলো। সমাজ মাধ্যমে ‘ভাইরাল’ হয়েছে সেই ডিভিও। যদিও সেই ডিভিও’র সত্যতা যাচাই হয়নি। বৃধবার থালায় দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন সকালে হাওড়ার লিলুয়ার সোহনলাল দেওয়ার স্কুলের বুকের সামনে ‘লাঠিচার্জ’ এর অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূলের অভিযোগ ছিল ইভিএম মেশিন খারাপ নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে তাদের এজেন্টকে মারধর করা হয়। এই ঘটনায় ২ জনকে আটক করা হয়। এই ঘটনার পর ফের রাতেও ‘লাঠিচার্জ’ করা হয় বলে অভিযোগ। সমাজ মাধ্যমে ‘ভাইরাল’ হয় সেই ডিভিও। যদিও সেই ডিভিও ছবির সত্যতা যাচাই করেনি এই সংবাদমাধ্যম। লাঠিচার্জে আহত তৃণমূল কর্মীকে বৃষ্টির মধ্যে উদ্ধার করে গাড়িতে হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন বাকি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ‘কলেশ মিশ্র। তিনি বলেন, ‘শুধু পিসারপিএসই লাঠিচার্জ করেনি, হাওড়া সিটি পুলিশের কিছু আধিকারিকও করেছেন। এরা কমিশন ও বিজেপির হয়ে কাজ করেছেন।’

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ,দৈনিক ১৫০ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৭ কৈশাখ, ১৪৩৩

কানন দেবী

১৯২৬ সালে যখন জয়দেব মুক্তি পেল, সেই বছরই ওয়ার্নার ব্রাদার্স পৃথিবীর প্রথম টকি বা সবাক ছবি আনল বাজারে। ‘উন জুয়ান’। সবাক, তবে কোনও সংলাপ নেই, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে মোড়া। মাত্র দশ বছর বয়সে ‘জয়দেব’-এ রাধা চরিত্রে অভিনয় করে পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ টাকা সম্মানী পান কানন বাল্য দাস। তিনি ছিলেন একজন রক্ষিতার সন্তান। তার বাবার নাম রতনচন্দ্র দাস। জন্মের পরপরই তিনি বাবাকে হারান। বড় হয়ে জানতে পারেন, বাবা তার মাকে বিয়ে করেনি। তার বাবা ছিলেন সওদাগর অফিসের একজন ছোট কেরানি। তার একটি ছোট দোকানও ছিল। কাননের মা তখন তার দুই কন্যাকে নিয়ে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে রাঁধুনি ও বিয়ের কাজ নেন। দারিদ্রের কারণে কানন দেবী মাত্র বারো বছর বয়সে ম্যাদানের স্টুডিওতে হাজির হন অভিনয় করতে। ‘জয়দেব’-এর পর আরেকটা ছোট রোল পেয়েছিল কানন ‘শঙ্করাচার্য’ (১৯২৭) ছবিতে, গোড়ায় যার পরিচালনায় ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।ডিজি। মথিয়ানো ডিজি কাজ ছেড়ে চলে গেলে তর্ডিঘড়ি ছবি শেষ করেছিলেন কালিকাপ্রসাদ ঘোষ। ছবিও তর্ডিঘড়ি পাততাড়ি গুটিয়েছিল লল থেকে। কাননের রূপালেও পুরো পারিশ্রমিক জোটেনি। এর পর তো টানা বেশ কয়েক বছর হাতে কাজ নেই। কাজে ফিরতে ফিরতে পেরিয়ে গেল অনেকগুলো বছর। কানন দেবী ছিলেন সমাজের নিচুতলা থেকে উঠে আসা শেষ বড় অভিনেত্রী। অভাবের কারণে কিশোর বয়স থেকেই তাকে পর্দায় পরিচালকের ইচ্ছে মতো চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে। নায়ক ও পরিচালকের লোলুপতার শিকার হতে হয়েছে। ১৯৩১ সালের ছবি ‘জোর বরাত’-এ একটি দৃশ্যে নায়ক তাকে জড়িয়ে ধরে চোটে চুমু নান; যা তাকে অপমানিত ও ব্যথিত করে। পরিচালকের নির্দেশেই নায়ক এই কাজ করেন তাকে আগে না জানিয়েই। অভিভাবকহীন নিচু ঘরের মেয়ে হওয়ায় তাকে টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে নগ্ন দৃশ্যে বাধ্য করা হয়। এ রকম একটি ছবি হলো ‘বাসব দত্ত’। এ ছবিতে তার অনিচ্ছায় নগ্নতার প্রদর্শন ছিল। সম্ভবত সে কারণে এই ছবি সফল হয়নি। এছাড়া পরিচালকেরা তার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে টাকা পয়সার ব্যাপারে ঠকাতো। কানন দেবীর সত্যকারের অভিনয় জীবন শুরু হয় ত্রিশের দশকে। ১৯৩১ সালে থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কানন দেবী ছিলেন নায়িকা-নায়িকা। ১৯৩১ সালে পূর্ণাঙ্গ সবাক চলচ্চিত্র ‘জোর বরাত’-এ নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৩৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’ তাকে প্রতিষ্ঠা দেয় চলচ্চিত্র জগতে। ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’ ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে চলার সময় কানদেবীর অভিনয় দেখতে বহু তরুণ পাগলের মতো ছুটে যেতেন সিনেমার পর্দায় তাকে স্পর্শ করতে। বড়ুয়া সাহেব হাওড়ার দাসবাড়ির এই মেয়েটিকে দেখেছিলেন মানময়ী গার্লস স্কুল সিনেমায়। দেখেই বোনেই তার বেবদাস ছবির জন্য এর থেকে ভাল পার্থকী আর পাবেন না। কিন্তু রাধা স্টুডিও বৈকে বসল। তাদের সাথে কাননের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়নি তখনও। ফলে বেচারী প্রবল ইচ্ছে থাকলেও তাকে নেওয়া গেল না।

জালালাবাদ যুদ্ধ

রক্তে ভেজা এক পাহাড়। গুলির শব্দে কাঁপছে আকাশখ আর সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এক কিশোর; হরিগোপাল বল, যাকে সবাই চিনত টেগরা নামে। মাত্র ১৪ বছরের এক কিশোর; কিন্তু বৃকের ভেতর ছিল বজ্রের মতো সাহস। সেই ঐতিহাসিক দিন: ১৮ এপ্রিল ১৯৩০। সুফ নেন-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে আঘাত হানে বিপ্লবীরা। এক মুহূর্তে কৈপে ওঠে ব্রিটিশ শাসন। বিপ্লবীরা অস্ত্র দখল করে, আর কয়েকদিনের জন্য; চট্টগ্রাম মুক্ত! এ যেন দাসত্বের শৃঙ্খল ছিড়ে ফেলার প্রথম বলক। অস্ত্রাগার দখলের পর বিপ্লবীরা সরে যায় জালালাবাদ পাহাড়-এর দিকে। চারদিন পর; ২২ এপ্রিল ১৯৩০। শুরু হলো এক ভয়ংকর সম্মুখ যুদ্ধ; ব্রিটিশ বাহিনী বনাম একদল তরুণ বিপ্লবী। চট্টগ্রামের খোরালো পাথরঘাটা; সেখানেই জন্ম হরিগোপাল বলের। পিতা প্রাণকৃষ্ণ বাল; একজন দায়িত্বশীল সরকার কর্মচারী। কটোর শাসনের মধ্যে বড় হওয়া সেই ছেলোটি মিউনিসিপাল স্কুলের ছাত্র ছিল। আর তিনি ছিলেন লোকনাথ বল-এর ছোট ভাই। কিন্তু এই সাধারণ ছেলোটির ভেতরে ছিল অসাধারণ আত্মা। বীরে বীরে তিনি যুদ্ধ হলেন মাক্সারদার বিপ্লবী দলে। সুন্দর চেহারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; খুব অল্প সময়েই সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন টেগরা। কিন্তু তার পরিসর শুধু এটুকুই নয়; তিনি ছিলেন মৃত্যুকে তুচ্ছ করা এক যোদ্ধা। জালালাবাদের পাহাড়ে শুরু হয়েছে গুলি বর্ষণ। চারদিকে শুধু ধোঁয়া, আঙুন, আর মৃত্যু। এই রণক্ষেত্রেই; প্রথম শহীদ হন টেগরা। এক বাঁক গুলি এসে বিদ্ধ করল তাঁর বুক; কিন্তু তিনি পড়ে গেলেন না সাথে সাথেখ রক্তে ভিজে যাচ্ছে শরীর, তবুও তার কণ্ঠে গর্জছে উঠল; কার আগে প্রাণ কে করবে দান। তিনি চিৎকার করে ডাকলেন; আয়, কে সিবি প্রাণ! এক কিশোরের মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও অন্যদের লড়াই চালিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে! মৃত্যুর টিক আগে তিনি ডেকে নিলেন তাঁর দাদা;লোকনাথ বলকে। রক্তাক্ত শরীর কাঁপছে নিঃশ্বাস সহ তবুও কণ্ঠে দৃঢ়তা; অসানদাখ আমি চললাম। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। এই বলে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন তিনি। ২২ এপ্রিল ১৯৩০; মাত্র ১৪ বছর বয়সে হরিগোপাল বল শহীদ হলেন। কিন্তু তিনি কি সত্যিই মারা গেলেন? নাখ তিনি বেঁচে আছেন প্রতিটি বিদ্রোহে, প্রতিটি সাহসে, প্রতিটি তরুনের রক্তে। হরিগোপাল বল; একটি নাম নয়, একটি বজ্রদান। যে কিশোর মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বলেছিল; আয়, কে সিবি প্রাণ! শতকোটি প্রগাম সেই অমর বীরকে; বালি শিথিয়ে গেছেন, বয়স নয়, সাহসই ইতিহাস লেখে। চট্টগ্রামে উঠল স্বাধীন ভারতের পতাকা ইংরেজরা যা সহজে হজম করে নিতে পারেনি।

শ্রীশ্রীঅনুকুল ঠাকুর



ঠাকুর অনুকুল বলতেন, মা ভবতারিণী পূজা করতে হবে। জাগতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপ্রাণিক আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড়

সাধক বামাক্ষ্যাপা



করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তবু সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রধানা দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সমৃদ্ধ হবে।পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতরে ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পূজা করতে হবে।

রক্তাক্ত দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে ভাগ হল বাংলা

রবীন্দ্রকুমার শীল (১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু সেটা কোন ভারত? অথও ভারত না খণ্ডিত ভারত? তা নিয়ে আবার নতুন করে প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে নতুন প্রজন্মদের কাছে। ভারত ভাগ করে কী লাভ হল? কাদের লাভ হল আর কাদের ক্ষতি হল? নতুন প্রজন্ম বলতে শুরু করেছে যে খণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা নিয়ে লাভ করেছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা এবং একদল স্বার্থা্বেষীরা। ইংরেজরা জানতো যে



অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে ভারত এক সমবে বিশ্বের শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে। তখন রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা এই ভারতকে কব্জা করতে পারবে না। তৃতীয় শক্তি হিসাবে ভারত রাশিয়া এবং আমেরিকার পাশে দাঁড়িয়ে হুমকি দেবে। ভারত যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই ব্রিটিশ সরকার বিশেষ করে লর্ড মন্টস্ট্র্যাটেনে দ্রুত পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করে খণ্ডিত ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। তিনি ব্যবহার ভারতকে স্বাধীন করার বিপক্ষে মত দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ধূর্ত ব্রিটিশ সরকার খণ্ডিত ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেল। এত দেশের জনগণের কোনও লাভ হয়নি। তারা দাঙ্গায় প্রাণ দিয়েছে। শেটে খাওয়া মানুষ নিহত হয়েছে সেই দাঙ্গায় মা বোনদের ইচ্ছত লুপ্ত হয়েছে। দেশ ভাগের মুখ দিয়ে দেখা দিয়েছে আর্থিক ক্ষতি। সেই ক্ষতির দাগ এখনও মিলিয়ে ওয়নি। বরং আরও খনি পেতে শুরু করেছে। মুসলিম লিগ ইসলাম রাষ্ট্র তৈরি করতে বন্ধ পরিকর ছিল। মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তান তৈরি করছে ইসলাম রাষ্ট্র নির্মাণকে সমানে রেকে। আর ভারত কেন সেই সময়ে কিন্ন রাষ্ট্র তৈরি হতে পারল না? নেপাল যদি হিন্দু রাষ্ট্র হতে পারে তাহলে কেন ভারত তা হল না? কোথায় বাধা ছিল? মুসলিম সম্প্রদায় দেশ ভাগ করে পাকিস্তান

সৃষ্টি করল। পাঞ্জাব এবং বাংলা ভাগ হয়ে গেল। বাংলায় হিন্দু মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে কাঁচাকাঁচ করে রুত বিক্ষত হয়ে গেল। দেখা গিয়েছে কী পাকিস্তান রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হতে? তারা যদি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র না হতে পারে তাহলে কেন ভারত ধর্মনির পেক্ষতার ডাক দিয়ে দেশে সব ধর্মের মানুষদের ঠাঁই দিল? পূর্ব পাকিস্তানে যদি হিন্দুদের খর বাড়ি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে বাধ্যত্ব করা হয়েছিল। তাহলে কেন স্বাধীন ভারত সরকার ধর্মের

ভাবিলেন দাঙ্গা দমনের ধুম লাগিয়াছে। কিন্তু পরদিনই দেখা গেল আবার বোমা ফাটিতেছে, গুলি ছুটিতেছে ও ছুরি চলিতেছে।’ বহু লোক বলে থাকেন যে কলকাতার দাঙ্গা একটি পরিকল্পিত দাঙ্গা। স্বাধীনতা পাওয়ার আগে কলকাতা জুড়ে যে দাঙ্গা দেখা দিয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ইংরেজ শাসকদের কাছে তুলে ধরা যে কলকাতা ইসলাম অধ্যুষিত অঞ্চল। ভারত ভাগ করে যদি স্বাধীনতা আসে তাহলে কল কাতাকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। মুসলিম লীগ সেই দাবি প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছিল। জিন্নাসহ সেই সময়ে সারা ভারত জুড়ে যে ইসলাম ধর্মীয় ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য আলাদা দেশ চাইছিলেন সেখানে কলকাতাকে স্থান দিতে হবে। কলকাতা ছাড়া পাকিস্তান একেবারে পালহীন জাহাজ বলে গণ্য হতে থাকে। সেই কারণে কলকাতায় বেশি করে দাঙ্গার রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বিবেকহীন চরিত্র লোকেরা চেয়েছিল কলকাতাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে। চেয়েছিল কলকাতার সংস্কৃতিকে একেবারে ধংস করে দিতে।কিন্তু কলকাতায় সেই সময়ে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী লোক ছিলেন যারা কলকাতাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে কলকাতাকে কারা রক্ষা করবে এবং কারা রক্ষা করবে না এই দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যারা কলকাতাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হরেন ঘোষ, গোপাল মুখার্জিসহ আরও অনেকে। আর যারা কলকাতাকে ধংস করে দিতে চেয়েছিল তাদের অধিকাংশ লোকেরদের সববাস ছিল ওয়েলেসলি স্কোয়ার সংলগ্ন এলাকায়। বাদ যাবনি রাজবাড়ি, পার্ক সার্কাস এলাকাসহ অন্যান্য স্থান। সেখানকার মানুষ কলকাতাকে নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করতে থাকে। আবার কলকাতাকে রক্ষা করতে বেশি এগিয়ে আসতে শুরু করেছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারা কলকাতা দাঙ্গাকে একেবারে বুদ্ধি করতে দিতে চাননি। কিন্তু তবুও কলকাতা দাঙ্গা দেখা দিয়েছিল। ক্রমশ তা বুদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতায় এই রকম দাঙ্গা চলতে থাকলে একটি সময়ে কলকাতার সংস্কৃতি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন হরেন ঘোষ। তিনি ছিলেন ‘ভারতের প্রথম ইন্সপেক্টর’।

ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনিই। সেই সময় যোষক নিহত হয়ে হয়েছিল কলকাতার দাঙ্গায়। তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল।তিনি চেষ্টা করছিলেন কলকাতার রক্ষা করতে এবং দাঙ্গাকে একেবারে দমন করতে। তার জন্য কৌশল গ্রহণ করতে িধিবোধ করেননি। কিন্তু তিনি কলকাতাকে রক্ষা করতে

প্রবীণ নাগরিকদের ভোট সুরক্ষার দায়িত্বে মণিপাল বুদ্ধদেব মিশ্র



যে তাদের নাম বাদ পড়ে যেতে পারে।কিন্তু যারা সত্যিকারে ভোটার তাদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েনি। কিন্তু যাদের ভোটার তালিকায় নামে অসংগতি রয়েছে এবং আজকে তার কোনও সদত্তর দিতে পারছে না তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে নাম দমন নিস্তারিত আলোচনা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত ছিল। দাঙ্গা দমন করার সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি নিজেই সংবাদ হয়ে গেলেন। দাঙ্গার অমানবিক চরিত্রের হাতেই নিহত হলেন দেশের প্রধান ইন্সপেক্টরও হরেন ঘোষ। অমানবিক মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে তার বন্ধু লিখছেন,-“ হরেনাবাবুর কানবছল জীবনের পরিণতি যে বীভৎস শোচনীয়তায় সংগঠিত হইয়াছে তাহা একাধারে অপ্রত্যাশিত এবং সমগ্র কলা জগতের অপূর্ণণীয় ক্ষতিকারক।” ৮ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে তাঁর অফিস ছিল। হরেনাবাবু এই বাড়িতে কেবল একমাত্র হিন্দু ভাড়টিয়া ছিলেন। বৃধবাবর সকাল সাড়ে দশটার সময়ে তিনি অফিসে দিকে যাত্রা শুরু করেন। সেই সময়ে তাঁর পরিবারের লোকেরা নিষেধ করেছিল অফিসে না যেতে। কিন্তু তিনি কারোর কথায় কান না দিয়ে অফিসের দিকে যাত্রা করেন। বেলো এগারেট থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সন্ধ্যার সময়ে তাঁর হেটটুকরোটুকরো করে রক্তের স্রোতে ডুবে যান্নে ভরা অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। রাস্তের কোলায় শব্দাহ করার অসম্মতি মেলে। দাঙ্গার ভয়ে শব নিয়ে শোভাযাত্রা করার কোনও অসম্মতি দেওয়া হয়নি। মৃতদেহ সংকারের সময়ে ইংরেজ সেনারা সেখানে উপস্থিত ছিল। ইন্সপেক্টরও হরেন ঘোষের মৃত্যু আজও রহস্যজনক। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতেন। তবে তাকে কেন হত্যা করা হল তা নিয়ে কোনও

২৫৭০ তম বুদ্ধ জয়ন্তী পালনকালে মুখ্য আলোচিত বিষয় : ‘প্রসঙ্গ বৌদ্ধ শিক্ষা’

অমলেন্দু চৌধুরী

বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের যাবতীয় যুক্তিহীন ক্রিয়ামূল্যতা ও পরবর্তী অনুদারতার এক অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। ভঙ আবেদনকর বললেন, ভারতীয় ধর্ম তিনটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। প্রথমে প্রচলিত বৈদিক ধর্ম কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে স্থান হারায় এবং এর ফলস্বরূপ হিন্দুধর্মের উত্তর ঘটে। ব্রাহ্মণ্য যুগেই বৌদ্ধধর্মের জন্ম হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম বৈষম্য, কর্তৃত্ব এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাজনের বিরোধিতা করেছিল, যা ব্রাহ্মণ্যের ভারতে প্রথম প্রবর্তন করেছিল। বৌদ্ধধর্মের উত্থান ফরাসি বিপ্লবের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিতদের চতুর্গুণ-তত্ত্ব জাহির করার ফলে শূদ্রদের অবস্থা ভীষণ কালিয়ে পড়েছিল। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক শাক্যসিংহ গৌতমরূপে আবির্ভাব হয়। তিনি ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণ-ভাগে ধর্মের যে রূপান্তর দেখা যায় তার ফলে যাগ-যজ্ঞে অনুষ্ঠানের বাহুল্য এবং সমাজে পুরোহিতের প্রাধান্য ঘটে। তখন থেকে ধর্ম আর ভক্তি-প্রধান রইল না, অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় প্রতিকারের জন্ম ধর্ম সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি। বৌদ্ধধর্মের স্বকীয় সম্পদকে প্রতিষ্ঠা করার মতো। প্রথমতঃ, বুদ্ধের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বা শূন্যনেই তাঁর ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিবোধ ও দুঃখ-নিগ্রোধের উ পায়-বৌদ্ধধর্ম এই চারিটি

ধ্বংসত্যা নামে অভিহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই ধর্মের জনপ্রিয়তাই এর একটা বৈশিষ্ট্য। যুগধর্মের দুঃখবাদ হতে জন্মান্বত করলেও বুদ্ধ প্রবর্তিত দুঃখ নিবৃত্তির সরল উপায় সমূহ সহজেই জনচিন্ত্ত আকৃষ্ট করেছিল। বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় এই ধর্ম যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল সত্য, কিন্তু তাঁর পরিনির্বাণের পরবর্তী একমুত বছরের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরিশেষে এই ধর্ম বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার সাধন করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

শিবাগণ সকলেই উপলব্ধি করত পারতেন যে, বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে চলতে পারলে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ হবে। এতদিন পৌরোহিত্য ও অধ্যাপনার চাবিকাঠি ব্রাহ্মণদের হাতেই ছিল। বুদ্ধের সম সাময়িক শিষ্যদের মধ্যে সকল ধর্মেরই স্থানছিল। সারি পুত্র ও মৌদ গলায়নের ন্যায় ব্রাহ্মণ; আনন্দ, রাহুল, ও

অনিরুদ্ধের ন্যায় ক্ষত্রিয়; ণ্শ ও অনাথরূপে দোষা যায় তার প্রভূত পণ্ডিতের ন্যায় শ্রেষ্ঠী, উপালীর ন্যায় শূদ্র সকলেই বুদ্ধের করুণায় সঙ্গে যোগদান করার অধিকার লাভ করে। বুদ্ধজীবনের কয়েক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়গুলি রচিত হয়। মহাভিগিল্লমণ, কৃচ্ছ্রতাবরণ এর সময় পর্যন্ত, ভিক্ষুসংঘ কৌশল-মগধের ভাষা মাগধী প্রাকৃত ও পালিভাষায় তাঁদের ধর্মালোচনা করতেন ও শাস্ত্রসমূহ রচনা করতেন। শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষা পরিচালনার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ধর্মমতের পার্থক্যই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রচনা করেছিল। সংঘ শিক্ষার ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বুদ্ধ অর্জন বুদ্ধের জীবনের এই তিনটি বিশেষ অধ্যায় সংঘভুক্ত শিষ্যের জীবনেও পুনরাবৃত্ত হত। বুদ্ধজীবনের মধ্যে অ্রমণের জীবন যাপন এবং তৎপরে বোধিজ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক শিষ্যেরই কাম্য ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুশিষ্যের

সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর পাণ্ডিত্যে গভীর আস্থা যেমন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষকের প্রতি অনুরক্ত করত। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্রহ্মাণ্ড উপাধ্যায় ও কর্মচারী নামে দু-শ্রেণীর শিক্ষকের উল্লেখ রয়েছে। উপাধ্যায় ছাত্রকে বিদ্যা ও বিনয়শিক্ষা দিতেন। বিদ্যাার্থীকে এই দু-শ্রেণীর শিক্ষকদেরই সেবা করতে হত।

বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু, পরিব্রাজক য়েছাং তৌগোলায় জন্ম পাওয়া যায় ইংস্টিজ ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট প্রতিনিদ পাঠে জানা যায় যে ছাত্র প্রতিদিন আঠোনের জন্য শিক্ষকের সমীপবর্তী হতেন। পীড়িত ছাত্রের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা শিক্ষকদেরই করতে হত। উপাধ্যায় ও কর্মচার্যগণ সারা জীবন ধরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত থাকতেন। বৌদ্ধ শিক্ষার ইতিহাসে নালন্দা স্বর্ণযুগ রচনা করেছিল। ইংস্টিজ ছাত্র-ছাত্রীদের বয়ক্রমা নুসারে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার এক ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন। বুদ্ধের বর্ষে বিদ্যা আরম্ভ হত। শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণের উপরে প্রথম থেকেই ছিল বর্ষে বিদ্যা আরম্ভ হত। শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণের উপরে প্রথম থেকেই বিশেষ লক্ষ্য দেয়া হত। অষ্টম বর্ষে পাল্লিনের ব্যাকরণ পড়ান হত। দশম বর্ষ থেকে আরও গভীর ভাবে ব্যাকরণের অধ্যাপনা চলত। পঞ্চদশ বর্ষ থেকে পতঞ্জলির মহাভাষ্য, হেতুবিদ্যা, অভিধর্ম প্রভৃতির অধ্যাপনা চলত। এ ছাড়া শ্রমগণগ বিনয়সূত্র ও বৌদ্ধ দর্শনাদি অধ্যয়ন করতেন। উচ্চতর বিদ্যেে অধ্যয়নের জন্য ছাত্রদের নালন্দা প্রভৃতি মহাবিহারে প্রবেশ করতে হত।

বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হবার ফলে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা আরও প্রসার লাভ করেছিল। সময়ানুক্রমে বিচার করলে দেখা যাবে যে, সম্রাট অশোকের সময় থেকে বাংলায় প্রায় নৃপতিদের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রায় ১২শ বৎসর ধরে বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে ভারতীয় সংস্কৃতি বহির্ভারতে প্রচারিত হয়েছিল। প্রথমতঃ দেশের যুবশক্তিকে

এবং নির্বাচন কমিশন সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। যার ফলে স্পর্শকাতর এলাকাগুলো বেশ শান্ত ছিল। সেখানে শক্ত খাতের আইপিএস অফিসার নিয়োগ করে কড়া হাতে ভোটারদের নিরাপত্তা দিতে চেষ্টা করে কমিশন। নিরাপত্তার দায়িত্বে



পাশে ছিল। নির্বাচনের দিনে প্রবীণ নাগরিকদের ভোটদান সহজ ও সুরক্ষিত করতে এক অনন্য উদ্যোগ নিল মণিপাল হাসপাতাল কলকাতা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ভোটারদের পাশে দাঁড়াতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিশেষ পরিষেবা চালু করে, যাতে কেউই নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত না হন।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে হাসপাতালের পাঁচটি ইউনিট-ইএম বাইপাস, মুখস্পন্দর, চক্রবেড়িয়া, সন্টলেক এবং হাওড়া-সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। প্রতিটি এলাকায় নিযুক্ত করা হয় বিশেষ যোগাযোগ ব্যক্তি (SPOC), যারা বাড়ি থেকে ভোটকেন্দ্র পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি MARS অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও রাখা হয়।

হাসপাতালের প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও নার্সদের দল ভোটকেন্দ্রের বাইরে উপস্থিত থেকে প্রবীণ ভোটারদের শারীরিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেন। ফলে পুরো প্রক্রিয়াটি হয় আরও নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক। এই উদ্যোগের ফলে বহু প্রবীণ নাগরিক নির্ভয়ে ভোট দিতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়াইনি তাদের প্রধান লক্ষ্য।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র।

‘প্রসঙ্গ বৌদ্ধ শিক্ষা’

বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট করে সংঘবদ্ধ করার পরিকল্পনা। দ্বিতীয়তঃ সংঘবহির্ভূত জন-সাধারণের সহানুভূতি লাভের প্রচেষ্টা। তৃতীয়তঃ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষানুপ্রাধীদের বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট করে তাদের সাহায্যে এই ধর্মের প্রচার সাধন। চতুর্থতঃ জনশিক্ষার এক উদার পরিকল্পনা গ্রহণ।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাথে প্রতিযোগিতায় বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার দায়িত্বও ভিক্ষুসংঘকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। বুদ্ধদেব শিক্ষা প্রভৃতি ভারতের যুবশক্তিকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল বলেই তাদের বিদ্যুতায় ব্রাহ্মণ্য নৈয়ায়িকদের মুক্তি খণ্ডিত হয়েছিল এবং ভারতে ও বহির্ভারতে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিষ্টনাগ, নাগার্জুন, শাঙরাস্কিত, কমলশীল, রত্নাকরশাস্ত্রি, আর্যদেব, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি বিবৃধমণ্ডলী ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে অলংকৃত করে গেছেন।

এই সময়ে বৌদ্ধশিক্ষায় উন্নততর সূচিত হয়। প্রত্যেক বৌদ্ধসংঘের সাথে দু-শ্রেণীর বিদ্যালয় সংযুক্ত হয়েছিল-বহির্ভািতাণীয় সংঘ বিদ্যালয় এবং আভ্যন্তরীণ সংঘ বিদ্যালয়। প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল জনসাধারণের জন্য। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও তারা এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে পারতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল সংযুক্ত ভিক্ষুসংঘদের জন্য। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও তারা এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে পারতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল সংযুক্ত ভিক্ষুসংঘদের জন্য। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও তারা এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে পারতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল সংযুক্ত ভিক্ষুসংঘদের জন্য।

বৌদ্ধসংঘে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা বুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ হয়। প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধ স্বয়ং মাতা গৌতমীর অনুরোধে নারী শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। দানধর্ম, সমাজসেবা, পরিত্রিত রত প্রভৃতিতে ভিক্ষুনীগণ, বুদ্ধের অন্যান্য শিষ্যদের মতই আত্মসমর্পণ করতেন। শ্রাবস্তীর শেঠীকন্যা বিশাখার দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তথাগত শ্রাবস্তী নগরে উ পঙ্খিত হলে বিশাখা

বৌদ্ধ ধর্মাক্তর সভা অব ইতিয়া এবং বৌদ্ধ-গবেষক।

অফবিট

‘আমার একটাই ধর্ম, সত্যকে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা!’ সরকারি পুরস্কারও ‘শিল্পী’ রঘু রাইকে কিনতে পারেনি

জি. দাস

হাতে কয়েকশো মেগা পিক্সেলের মোবাইল ক্যামেরা, অটো ফোকাস আর সাবজেক্ট। আজকাল ছবি মানেই তাই। যাদের ক্যামেরা আছে, তাদের সকলেই যে বিরাট ভেবেচিন্তে সৃজনশীল ছবি তোলেন তা নয়। যত দিন যাচ্ছে সৃষ্টিশীলতার সংজ্ঞা কোথাও গিয়ে যেন বদলে যাচ্ছে। মত অনেকের। কিন্তু এমনটা ছিল না কয়েকবছর আগেও। যখন রঘু রাইয়ের মতো শিল্পীরা চুটিয়ে কাজ করতেন, তখন সবকিছুই খানিকটা অনারকম মনে হত। একেকটা ছবি কত অব্যক্ত কাহিনি বলত! ছবির অর্থ খুঁজে বের করার পর ‘বাঃ, কেয়াবাত!’ ছাড়া কিছুই বেরত না। নেপথ্যে কত গভীর ভাবনা। ২০১৫-২০১৬ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে ছবিটা বদলাতে শুরু করে, কোভিডের পর সবটাই কেমন পাল্টে যায়। পুরনো দিনের চরিত্রেরা হারিয়ে যেতে থাকে, ঠুনকো জিনিসপত্রে ভরে যায় চারিদিক। এমনই দ্রুত পালাবদলের জমানায় এক দুপুরে হঠাৎই আর্কাইভ থেকে রঘু রাই সত্যজিৎ রায়ের কিছু ছবি পান। কলকাতায় দু’দিনের ব্যটিকা সফরে অসাধারণ সেসব ছবি তুলেছিলেন তিনি। যা দেখলে আজও সত্যজিকে জীবন্ত মনে হবে। ছবি পেলেন। কিন্তু এমন অমূল্য জিনিস দিয়ে কী করবেন। মাথায় হাত পড়ার আগে উপায় বাতলে দিলেন তার বন্ধু শিল্প সংগ্রাহক ইনা পুরী। সত্যজিৎ রায় বলে কথা! হেলায় হারানো যাবে না তাই বই করার প্রস্তাব পাড়লেন। এক কথায় রাজি শিল্পী। সেই সব ছবি দিয়ে তৈরি হয় ‘সত্যজিৎ রায়’ নামে একটি বই। এই পরচেনে। মাথায় হাত পড়ার পরই তিনি মেলে ধরেছিলেন বন্ধুর কাছে। কলকাতার আনাচে-কানাচে খুব একটা ঘুরে বেড়ানোর



সময় হয়নি। কিন্তু বিখ্যাত গঙ্গার ঘাট ও রায় বাটিতে অবশ্যই গিয়েছেন। বিভিন্ন মুডে সত্যজিৎ রায়ের ছবি তুলেছেন। কখনও আলোর প্রতিফলন, কখনও দুর্গা পুজোর সময় না হওয়ার সন্ধ্যেও গঙ্গার ঘাটে দুর্গা প্রতিমার আগমন! এত কিছু শোনার পর কৌতূহলের খাতিরেই সত্যজিতের সঙ্গে আলাপের অভিজ্ঞতা জানতে চান এক সঞ্চালক। রঘু রাই জানিয়েছিলেন, সিল্লিতে কাজের সূত্রে দু’বার দেখা। তখনই কলকাতায় শুট করার পরিকল্পনা করে ফেলেন। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সত্যজিতের সঙ্গে কথোপকথনের একটা ছোট্ট অংশ শেয়ার করেন। জাতীয় পুরস্কারের মধ্যে সত্যজিৎ সোবার প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন। পোডিয়াম থেকে নামার সময় একা সবগুলো বইতে হিমশিম খাচ্ছিলেন।

রঘু সাহায্যের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি সেই অফার গ্রহণ করেননি। শুধু বলেছিলেন, ‘ওয়েল, নট দিস টাইম..’। এমনই ছিলেন সত্যজিৎ। তার প্রমাণ কলকাতায় এসেও তিনি পান। ছবির শুটিং চলাকালীন রঘু রাই সত্যজিৎের ছবি তোলেন। ফলে আলাদা করে কিছুই করা সম্ভব তোলেন। এগুলো সবই তাঁর কাছে ‘ভগবানের দান’। মনে করতেন, কিছু একটা ম্যাজিক করে দেওয়ার প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই তিনি সেদিন করেননি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেঙ্গে চোখ রাখার পর হিসেবনিকেশ না করে মন আর প্রক্সাণের হাতে পুরোটা ছেড়ে দিতেন। যা হত, তাতেই। যিনি দলাই লামা, মাদার

টেরেসা বা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের দিগ্গজ লোকদের সঙ্গে কাজ করেছেন, তিনি সত্যজিতের সঙ্গী হওয়ার আগে কি কোনও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন? কোনও ক্ষেত্রেই কি প্রস্তুতি আদৌ নিতেন তিনি? প্রশ্নের উত্তরে এক সংবাদ সংস্থাকে শিল্পী জানিয়েছিলেন, এমন মানুষজন নিজেরা আদতে বিস্ময়, অনন্য। ছবি তুলতে তাঁর কখনও তাই বাড়তি কিছুই লাগেনি। এদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা অদ্ভুত দ্যুতি রয়েছে, তগবান প্রদত্ত পুরোটিই। ছবিতেও সে সবই ফুটে উঠেছে অবিরল। শুধু মন যা চেয়েছেন তাই করেছেন। রঘুর কথায়, “আমার কাছে কোনও কিছুর উপলব্ধি হওয়া, তা গ্রহণ করা এবং সঠিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এটাই আসলে ভাব প্রকাশের ভাষা। অনেকে আমার কিছু ছবি দেখে বার বার প্রশ্ন করেন, ওটা তোলার সময়

ঠিক কী ভেবেছিলাম। আমি সকলকে একটাই উত্তর দিই, কিছুই ভাবিনি! আমি অনুভব করেছি আর সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে। এঁকুই! ভাবনাচিন্তা করা তো রাজনীতিকদের কাজ, একজন শিল্পী একটা কিছু মাথায় নিয়ে কাজ শুরু করেন, তারপর বাকিটা হয়ে যায় নিজের মতো করা। এটাই সৃজনশীলতার পরিচয়। তোমাকে শুধু অপেক্ষা করতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই এনার্জি এসে ধরা দিচ্ছে।” ছবির ভাব, ধরন, মনের কথা প্রকাশের ক্ষমতা প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছিল ডিজিটাল টেকনোলজির কথাও। প্রথমেই প্রযুক্তি শুনে প্রশংসা শুরু করেন। এই সত্যজিৎ রায়ের ছবির উদাহরণ টেনেই জানান, কত ছবি এমনি পড়ে ছিল, সংরক্ষণই হয়নি সেভাবে। কিন্তু প্রযুক্তির দয়ায় তা

টিক কী ভেবেছিলাম। আমি সকলকে একটাই উত্তর দিই, কিছুই ভাবিনি! আমি অনুভব করেছি আর সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে। এঁকুই! ভাবনাচিন্তা করা তো রাজনীতিকদের কাজ, একজন শিল্পী একটা কিছু মাথায় নিয়ে কাজ শুরু করেন, তারপর বাকিটা হয়ে যায় নিজের মতো করা। এটাই সৃজনশীলতার পরিচয়। তোমাকে শুধু অপেক্ষা করতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই এনার্জি এসে ধরা দিচ্ছে।” ছবির ভাব, ধরন, মনের কথা প্রকাশের ক্ষমতা প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছিল ডিজিটাল টেকনোলজির কথাও। প্রথমেই প্রযুক্তি শুনে প্রশংসা শুরু করেন। এই সত্যজিৎ রায়ের ছবির উদাহরণ টেনেই জানান, কত ছবি এমনি পড়ে ছিল, সংরক্ষণই হয়নি সেভাবে। কিন্তু প্রযুক্তির দয়ায় তা

পদ্মপ্রাপ্তি। রঘু মনে করতেন, এটাই তাঁর অবদান, দেশের প্রতি আলাদা করে আর কাউকে কী দেনেন! বলেছিলেন, “আমার একটাই ধর্ম, সত্যকে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা!” ২০২২ সালের পর বিশ্ ঊষায়ন নিয়ে একটি বই লেখেন। একাধিক প্রদর্শনী তো ছিলই। সঙ্গে দেশের যেকোনও বড় দুনিয়োগে এই বয়সেও ছুটে যেতেন। মানুষের কষ্ট তুলে ধরতেন। যাতে তা সকলের কাছে পৌঁছা। এই নিয়ে দশটিরও বেশি বই রয়েছে তাঁর। এতকিছুর মধ্যে যদিও সবচেয়ে পছন্দ সেই সত্যজিতের বইটিই। ইনা পুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “সত্যজিৎ রায়ের মতো মানুষের ছবি তোলা আর তার অভিজ্ঞতা রঘু রাইয়ের মতো মানুষের মুখ থেকে শোনা অবশ্যই চিরস্মরণীয়। বইতেও তা প্রকাশ পায়!”

তামিলনডু ও পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনে এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ত্রিভূরীয় নিরাপত্তা বলয়ের বিষয়ে কমিশন জানিয়েছে, গণনাকেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবার থেকে ত্রিভূরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ক্ষেত্রে এখানে রিটার্নিং অফিসারের ইস্যু করা ফটো আইডেন্টিটি কার্ডগুলি ম্যানুয়ালি পরীক্ষা করা হবে। তৃতীয় স্তরে গণনা হলের একদম কাছের এই শেষ নিরাপত্তা বলয়ে প্রবেশের জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করা বাধ্যতামূলক। সফলভাবে স্ক্যান হলেই মিলবে ভোটে পড়েন যাওয়ার অনুমতি। এর মধ্যেই স্ট্রিং রুমে অজানা ব্যক্তি ঢুকে পড়ার তৃণমূলের অভিযোগে সরগরম হল রাজ্য-রাজনীতি।

১৭ সাধু হত্যার ৪৪ বছর, আনন্দমার্গীদের প্রতিবাদী মিছিল, অচল বালিগঞ্জ সহ দক্ষিণ কলকাতার একাংশ



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ বালিগঞ্জে বিজন সেতু দিয়ে যান চলায় বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। ফলে গড়িয়াহাট থেকে বালিগঞ্জ হয়ে শহরের পূর্ব দিকে সরাসরি যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গড়িয়াহাট থেকে পূর্ব দিকগামী যানবাহন দু’দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিজন সেতু দিয়েও কোনও যানবাহন গড়িয়াহাটের দিকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, আর কিছু সময় পর আনন্দমার্গীদের মিছিল বের হবে শহরে। সেই মিছিল মূলত নিয়ে সামাজিক টানুব়া রক্ষণশীলতা প্রবো বাড়ির ভূয়িংকমে বসে এই উপার্জনের কথা বরাা আজও অসম্ভব। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক সম্মান এবং ‘মরাল পুলিশিং’-এর দাফা পাশাপাশি পরিজ্ঞ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি, হার্কিং এবং অনলাইন ট্রোলিংয়ের মতো সমস্যা তো আছেই। একবার ইন্টারনেটে কোনও ছবি আপলোড হয়ে গেলে তা চিরতরে মুছে ফেলা কার্যত অসম্ভব। সব মিলিয়ে, পায়ের ছবি বিক্রি করে বাড়তি আয় করা সহজ মনে হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোপনীয়তা এবং মানসিক চাপের সুবন্ধ। উপার্জনের নেশায় নিজের রক্ষা বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।

ক্যানসারে আক্রান্ত নেতানিয়াছ, যুদ্ধের জন্য লুকিয়েছিলেন সত্যিটা!



সংবাদ সংস্থা, তেল আভিভঃ ক্যানসারে আক্রান্ত ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। প্রস্টেট ক্যানসার ধরা পড়েছে তাঁর। ইতিমধ্যেই চিকিৎসাও চলছে। বার্বিক মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। নেতানিয়াছ জানিয়েছেন, প্রস্টেট ক্যানসার ধরা পড়ছে তাঁর, তবে তা প্রাথমিক স্টেজে রয়েছে। ২০২৪ সালে

ইউরিনারি ট্রাস্ট ইনফেকশনের কারণে নেতানিয়াহুর প্রস্টেটে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। তারপর থেকেই রুটিন চেকআপ চলে। সেই সময় একটি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার ধরা পড়ে। এরপরই চিকিৎসা শুরু করা হয়। ৭৬ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন যে নির্দিষ্ট চিকিৎসায় ওই ‘সমস্যা’কে উৎপাদন করা হয়েছে। এখন আর তার চিহ্নও নেই। নেতানিয়াহুর মেডিক্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে সুস্থ আছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াছ। রেডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। ঠিক কবে নেতানিয়াহুর ক্যানসার ধরা পড়েছে, তা জানা না গেলেও, তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে দুই মাস এই মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশে আসতে দেননি। ইরান ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যাতে মিথ্যা প্রচার চালাতে না পারে, তার জন্যই এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকা সংঘাত শুরুর সময়ই ইরানের সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ায় রটে গিয়েছিল যে নেতানিয়াহু মারা গিয়েছেন। পরে নেতানিয়াহু জেরুজালেম ক্যাফেতে নিজের ভিডিয়ো পোস্ট করে প্রমাণ দেন যে তিনি মারা যাননি, বেঁচে আছেন দিবা। এর আগে ২০২৩ সালে পেসমেকার বসাতে হয়েছিল নেতানিয়াহুকে। আগামী অক্টোবর মাসেই ইজরায়েলে নির্বাচন। ঠিক তাঁর আগেই নেতানিয়াহুর রাজরোগের খবর মিলল। তবে নির্বাচনে এর বিশেষ প্রভাব ফেলবে বলে মনে হচ্ছে না।

পায়ের ছবি বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়! ইন্টারনেটে উপার্জনের এই অদ্ভুত ট্রেন্ড কি ভারতে বৈধ?

নিজস্ব প্রতিবেদন

আকাশছোঁয়া মহাৰ্ভাতার যুগে এখন একটিমাত্র উপার্জনের ওপর ভরসা করা দায়। তাই ‘নাইট-টু-ফাইভ’ চাকরির পাশাপাশি অনেকেই বুকেছেন ‘সাইড হাসল’ বা বাড়তি আয়ের দিকে। কেউ ইনফ্লুয়েন্সার হচ্ছেন, কেউ ক্রিয়ালিংগ করছেন, আর কেউ পুরনো জামাকাপড় বিক্রি করছেন। তবে এই সবের মাঝেই ইন্টারনেটে উপার্জনের এক অদ্ভুত অফ্রা লাভজবক ট্রেন্ড ইদানিং বিশৃঙ্খলে নজর কাড়ছে- তা হল ‘ফিট ফোটে’ বা পায়ের ছবি বিক্রি। স্তন্যতে আবাক লাগলেও, অনেক কস্টেট ক্রিয়েটর দাবি করছেন যে শুধু পায়ের ছবি বিক্রি করেই তারা ঘরভাড়া থেকে শুরু করে শপিং বা বিশেষ ভ্রমণের টাকা জোগাড় করছেন। বিষয়টি কিছুটা অস্বস্তিকর মনে হলেও, ডিজিটাল দুনিয়ায় এটি এখন বেশ বড় মাপের ব্যবসা। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভারতে কি এটি বৈধ এবং কতটা নিরাপদ? ভারতে পায়ের ছবি বিক্রি করা সরাসরি বেআইনি নয়। তবে কিছু শর্ত রয়েছে। প্রথমত,



বিক্রেতাকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে এবং ছবিগুলো নিজস্ব হওয়া জরুরি। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী, ইন্টারনেটে কোনও অশ্লীল বা যৌন উত্তেজক বিষয়বস্তু প্রচার করা নিষিদ্ধ। ‘অশ্লীলতার’ সংজ্ঞা যেহেতু বিষয়ভিত্তিক, তাই এই ব্যবসায় আইনি ঝুঁকি সবসময়ই থেকে যায়।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে উপার্জিত অর্থের ওপর সঠিক কর দেওয়াও বাধ্যতামূলক। কোথায় চলে এই কারবার? ভারতে এর জন্য নির্দিষ্ট কোনও প্ল্যাটফর্ম নেই। মূলত ‘অনলি ফ্যানস’ বা ‘ফিট ফাইন্ডার’-এর মতো আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটে এই কারবার চলে। এ ছাড়াও ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে সরাসরি

ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন অনেকে। ‘ফিট ফাইন্ডার’ের মতো সাইটগুলোতে নাম নথিভুক্ত করা বেশ সহজ, তবে এর জন্য মাসে প্রায় ৪৫০ টাকার একটি সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান কিনতে হয়। উপার্জনের অঙ্কটা নির্ভর করে কস্টেন্টের মান এবং বিপণন দক্ষতার ওপর। অনেকে দাবি

করেন, এখান থেকে মাসে ৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকার ওপর আয় করা সম্ভব। তবে ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য বড় সমস্যা হল পেমেণ্ট গেটওয়ে। অনেক সাইট সরাসরি ভারতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সমর্থন করে না, সেক্ষেত্রে পে-প্যাল-এর মতো মাধ্যম ব্যবহার করতে হয়। ভারতে এই ধরনের কাজ নিয়ে সামাজিক টানুব়া রক্ষণশীলতা প্রবো বাড়ির ভূয়িংকমে বসে এই উপার্জনের কথা বরাা আজও অসম্ভব। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক সম্মান এবং ‘মরাল পুলিশিং’-এর দাফা পাশাপাশি পরিজ্ঞ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি, হার্কিং এবং অনলাইন ট্রোলিংয়ের মতো সমস্যা তো আছেই। একবার ইন্টারনেটে

রুমে অজানা ব্যক্তি, কারচুপির অভিযোগ! ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের সামনে অবস্থান কুণাল-শশীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ। আগামী ৪ তারিখ ফলাফল। তার আগে এখন গণনাকেন্দ্রকে ঘিরে আটোসাটো নিরাপত্তা। কিন্তু এরই মধ্যে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে অবস্থানে বসলেন বেলেঘাটা এবং শ্যামপুকুরের তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ এবং শশী পাঁজা। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রিং রুমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। বেলেঘাটা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ এবং শ্যামপুকুরের প্রার্থী শশী পাঁজা অভিযোগ করেছেন যে,

এবং নিষিদ্ধ রাখতে বডসড পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। কোনওভাবেই যাতে অননুমোদিত কোনও ব্যক্তি গণনাকেন্দ্রের ত্রিসীমানায় ঢুকতে না পারেন, তার জন্য এবার চালু হয়েছে কিউআর কোড ভিত্তিক ফটো আইডেন্টিটি কার্ড। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এবার থেকে গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য ইসিআই-নেট-এ একটি বিশেষ মডিউল চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ অসম, কেরালা,



সিল করা স্ট্রংকরের ভেতরে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাহিরের লোক প্রবেশ করছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি সিগিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করে দাবি করা হয়েছে, সিলড স্ট্রংকরের ভেতরে অজানা ব্যক্তিদের ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। পোস্টাল ব্যালটে বডসড কারচুপি করার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং স্ট্রংকরের ভেতরে ঢুকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার দাবিতে সরব হন দুই হেভিওয়েট প্রার্থী। কিন্তু নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে তাঁদের ভেতরে প্রবেশের জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করা বাধ্যতামূলক। সফলভাবে স্ক্যান হলেই মিলবে ভোটে পড়েন যাওয়ার অনুমতি। এর মধ্যেই স্ট্রিং রুমে অজানা ব্যক্তি ঢুকে পড়ার তৃণমূলের অভিযোগে সরগরম হল রাজ্য-রাজনীতি।

শ্রমের মর্যাদার দিনঃ মে দিবসের ইতিহাস, তাৎপর্য ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ এপ্রিল :
সুন্দরবনের ইতিহাসে এমন কিছু দিন রয়েছে, যা কেবল ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ নয়, বরং সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক হয়ে ওঠে। ১ মে বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ঠিক তেমনই একটি দিন, যা শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লড়াইকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দিনটি শুধু একটি উৎসব নয়, বরং শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের এক অনিবার্য অধ্যায়, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। উনিশ শতকের শেষভাগে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কলকারখানার প্রসার ঘটে। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ও শোষণও বাড়তে থাকে। দিনে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ন্যায্য মজুরির অভাব- সব মিলিয়ে শ্রমিকদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। এই অবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ শুরু হয়, যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আট ঘণ্টা কাজের দাবি। শ্রমিকরা চাইছিলেন-দিনে আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিশ্রাম এবং আট ঘণ্টা ব্যক্তিগত সময়। এই দাবিকে সামনে রেখে ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হন। ৪ মে হে মার্কেট স্কোয়ারে একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ চলাকালীন হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে এবং পুলিশের গুলিতে বহু শ্রমিক নিহত হন। এই ঘটনাই ইতিহাসে ‘হে মার্কেট অ্যাক্‌সায়ার’ নামে পরিচিত। এই আত্মবলিদান শ্রমিক আন্দোলনকে নতুন দিশা দেয় এবং ১৮৮৯ সালে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে ১ মে-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর ১ মে বিশ্বজুড়ে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এই দিনে বিভিন্ন দেশে শ্রমিক সংগঠনগুলি মিছিল, সভা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে ধরে। এটি এমন একটি দিন, যখন শ্রমিকদের অবদানকে সম্মান জানানো হয় এবং তাদের সমস্যাগুলিকে সামনে আনা হয়। ভারতেও মে দিবসের ইতিহাস কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯২৬ সালে প্রথমবার চেন্নাইয়ে শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপিত হয়। তারপর থেকে ধীরে ধীরে এই দিনটি সারা দেশে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের নানা বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবুও বাস্তব চিত্র অনেক ক্ষেত্রেই হতাশাজনক।



পরিচ্ছন্নতা-এই সবকিছুর পেছনে রয়েছে অসংখ্য শ্রমিকের নিরলস পরিশ্রম। তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের জীবনের মানোন্নয়ন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান সময়ে যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়, তখন শ্রমিকদের কথা অনেক সময়ই এড়ানো থেকে যায়। কিন্তু একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সেই দেশের শ্রমিকরা সুরক্ষিত ও সম্মানিত থাকেন। মে দিবস সেই কথিচাই আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং, মে দিবস শুধু একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন নয়, এটি একটি জীবন্ত বার্তা- সমতা, ন্যায় ও মর্যাদার জন্য সংগ্রাম কখনও থেমে থাকে না। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার এই লড়াইয়ে আমাদের সকলের অংশগ্রহণই পারে একটি আরও ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে।

যান্ত্রিকতার দাপটে হারাচ্ছে পুরনো ঐতিহ্য! কদর কমে যাওয়ায় বিলুপ্তির পথে কামারশিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি, ২৫ এপ্রিল :
এই মরসুম ধান তোলার। ফি বছর এই সময় চাষিরা মাঠ থেকে ধান কেটে বাড়ি নিয়ে যান। কাণ্ডে হাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ক্ষেতের পর ক্ষেতে ব্যস্ততার ছবি ধরা পড়ে। ক্ষেততরো সোনালি ধান কাটার শব্দে মুগধ হয়ে ওঠে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে কাজ। একসময় কাণ্ডে দিয়ে ধান কাটা হত। চাষিরা হাতে কাণ্ডে নিয়ে মাঠে নামতেন। পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী সবাই মিলে ধান কাটতেন। আর এই সময়টা কামারশালায় কাণ্ডে সারাইয়ের ব্যস্ততা চোখে পড়ত। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। হারিয়ে যাচ্ছে সেই কাণ্ডে একটা সময়

চাষিরা ধান কাটার জন্য কেবলই কাণ্ডে ব্যবহার করতেন। চৈত্র মাসের শেষ ও বৈশাখ মাসের শুরুর এই সময়টা কাণ্ডে সারাইয়ের জন্য কামারশালায় ব্যস্ততা থাকত তুঙ্গে। কর্মকাররা একপ্রকার নাওয়া-খাওয়ার সময় পেতেন না। একদিনকে নতুন কাণ্ডে তৈরি হত, সেই সঙ্গেই আবার পুরনো কাণ্ড ধার দেওয়া হত। সকাল থেকেই কামারশালার সামনে লম্বা লাইন পড়ত। কাণ্ডে ঠিক করানোর জন্য চাষিরা কামারশালায় বসে থাকতেন। কর্মকারদের বাড়তি সময় কাজ করতে হত। এই সময়টাই ছিল তাদের উপার্জনের প্রধান সুযোগ। তবে বর্তমানে সময় বদলেছে। মাঠে জায়গা করে নিয়েছে ধান কাটা ও বাথাই মেশিন, অর্থাৎ কন্বইভ হারভেস্টার। এই মেশিন খুব কামসইই অনেকটা জমির ধান কেটে ফেলে। ফলে চাষিদের আর কাণ্ডের উপর নির্ভর করতে হয় না। কাজ দ্রুত শেষ হয়। বরচাও অনেক ক্ষেত্রে কম পড়ে। আধুনিক প্রযুক্তির এই ব্যবহার প্রাণীণ কৃষিতে বড় পরিবর্তন এনেছে। তবে এর প্রভাব পড়ছে ঐতিহ্যবাহী পেশার উপর। এখন আর আগের মতো কাণ্ডের প্রয়োজন হয় না। ফলে যেন নীরবতা পালন করছে কামারশালা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ও কাঁথি এলাকায় প্রধান ফসল ধান। এই এলাকার অর্থনীতি অনেকটাই ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এখন আর কামারশালায় সেই আগের ভিড় দেখা যায় না। কাঁথির এক কর্মকার অভিষ কামিল্যা বলেন, আগে এই সময় আমাদের কাজে চাপ খুব বেশি থাকত। এখন সারা দিনে এক - দু’টো কাজও জোটে না। এখন আর আমাদের খুব একটা রোজগার হয় না যান্ত্রিকতার যুগে কাণ্ডের গুরুত্ব কমে গেছে। সেই সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে কর্মকারদের ঐতিহ্যবাহী পেশা। একসময় যে কামারশালা ছিল কর্মব্যস্ততায় ভরা, আজ সেখানে নেমে এসেছে নীরবতা।

ভোটদান পর্ব মিটে যেতেই শুরু আবির তৈরির কাজ, চলেছে প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৩০ এপ্রিল :
ভোটদান পর্ব মিটে গেছে। ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। সেই ফলাফল ঘোষণার দিন যেন পালিত হবে অকাল দোল উৎসব! অন্তত তমলুকের আবির প্রস্তুত কারখানাগুলি তাই বলছে। কারণ অসময়ে প্রচুর পরিমাণে আবির তৈরির অর্ডার এসেছে। সেই চাহিদা পূরণ করতে প্রথম দফার ভোটদান পর্ব মিটেতেই কারখানাগুলিতে আবির তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মূলতঃ গেরুয়া ও সবুজ আবির তৈরি করা হচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরের মধ্যে ড়েও র চ ড়া়, শংকরআড়া এলাকায় একাধিক আবির তৈরির কারখানা রয়েছে। মূলতঃ এগুলি ভেডজ আবির তৈরির কারখানা। এই কারখানা গুলিতে দোল উৎসব উপলক্ষ্যে বছরে মাত্র

চার মাস কাজ হয়। প্রতিবার দোল উৎসব বা হেলির চার মাস আগে থেকে আবির তৈরির কাজ শুরু হয়। এগুপার সারা বছর কারখানার দরজায় তালা থাকে। আবার দোল উৎসবের আগেই খোলা হয়। কিন্তু এবার নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে বাজারে বাড়তি আবিরের চাহিদা এই চিরাচরিত ছবি বদলে দিল। নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে আবির কারখানায় তালা খুলে আবির তৈরি শুরু হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন কোন রঙের আবির বেশি উড়বে তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে আগাম প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না কারখানার শ্রমিক ও মালিকেরা। ৪ তারিখ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগেই তমলুকে জোরকদমে আবির তৈরির কাজ চলছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের উত্তরচড়া, শংকর আড়া এলাকায় একাধিক আবির কারখানায় রয়েছে ব্যস্ততা তুঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে আবির ব্যবসায়ীরাও অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। তমলুকের এক আবির কারখানার মালিক বলেন, ফলাফলের দিনই বোঝা যায় কোন রঙের চাহিদা বেশি হবে। তবে আমার মনে হয় সবুজ আবিরের চাহিদাই বেশি থাকবে, তাই এবারে আমি শুধুমাত্র সবুজ আবির তৈরি করেছি। এখন সব নজর চার তারিখের দিকে ফলাফলের ঠিক করে দেবে, শেষ পর্যন্ত কোন রঙে রাঙবে জেলা। কিন্তু তার আগে এবার, ৪টা মে-র নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে আবির তৈরির কারখানাগুলোতে জোর ব্যস্ততা চলছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দুরবস্থা, ন্যায্য মজুরির অভাব, নিরাপত্তাহীনতা-এসব সমস্যা আজও বিদ্যমান। বিশ্বায়নের যুগে শ্রমিকদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ এসেছে। প্রযুক্তির উন্নতি যেমন কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, তেমনই অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজ হারানোর আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। গিগ ইকোনমি, চুক্তিভিত্তিক কাজ,

অস্থায়ী নিয়োগ-এসবের ফলে শ্রমিকদের স্থায়ী নিরাপত্তা কমে যাচ্ছে। ফলে মে দিবসের প্রাসঙ্গিকতা আরও বেড়ে গেছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় এই বাস্তবতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লকডাউনের ফলে কোটি কোটি শ্রমিক কাজ হারান, বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করে। এই পরিস্থিতি দেখিয়ে দেয় যে, শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা অপরিহার্য। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, শ্রমিকদের সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মে দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার লড়াই এখনও শেষ হয়নি। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যেখানে সরকার, নিয়োগকর্তা ও সমাজ-সবারই দায়িত্ব রয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সম্মানজনক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে হলে সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই দিনটি কেবল শ্রমিকদের জন্য নয়, সমগ্র সমাজের জন্য একটি আত্মসমীক্ষার দিন। আমরা যারা বিভিন্ন পরিষেবা পাই-পরিবহন, নির্মাণ, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-

এই সবকিছুর পেছনে রয়েছে অসংখ্য শ্রমিকের নিরলস পরিশ্রম। তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের জীবনের মানোন্নয়ন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান সময়ে যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়, তখন শ্রমিকদের কথা অনেক সময়ই এড়ানো থেকে যায়। কিন্তু একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সেই দেশের শ্রমিকরা সুরক্ষিত ও সম্মানিত থাকেন। মে দিবস সেই কথিচাই আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং, মে দিবস শুধু একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন নয়, এটি একটি জীবন্ত বার্তা- সমতা, ন্যায় ও মর্যাদার জন্য সংগ্রাম কখনও থেমে থাকে না। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার এই লড়াইয়ে আমাদের সকলের অংশগ্রহণই পারে একটি আরও ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে।

হ্যালুসিনেশন সমস্যায় ভুগছে এআই! চ্যাটজিপিটি ও জেমিনি কেন ভুল দেয়, জানুন সমাধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ এপ্রিল :
ডিজিটাল যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। পড়াশোনা, অফিসের কাজ, কনটেন্ট তৈরি কিংবা প্রোগ্রামিং-প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এআই নির্ভরতা বাড়ছে এআই-চালিত চ্যাটবটের ওপর। ChatGPT, Gemini বা Perplexity- এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলি এতটাই দ্রুত এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেয় যে ব্যবহারকারীরা সহজেই ধরে নেন, সেগুলি সম্পূর্ণ নির্ভুল। কিন্তু বাস্তবতা সবসময় তেমন নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনেক ক্ষেত্রেই এই এআই তুলগুলি এমন তথ্য তৈরি করে ফেলে, যার বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই। কখনও ভুল তথ্য, কখনও বানানো রেফারেন্স-সব মিলিয়ে এটি একটি গুরুতর প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা। এই ঘটনাকেই বলা হয় ‘এআই হ্যালুসিনেশন’। অর্থাৎ, এআই এমন তথ্য ‘কল্পনা’ করে যা বাস্তবে সত্য নয়, কিন্তু উপস্থান করা হয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। ফলে ব্যবহারকারীরা বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করার ঝুঁকি তৈরি হয়। এআই হ্যালুসিনেশন তখনই ঘটে, যখন কোনও এআই মডেল প্রকৃত তথ্য বা নির্ভরযোগ্য ডেটার ওপর ভিত্তি করে উত্তর না দিয়ে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, বিভ্রান্তিকর বা মিথ্যা তথ্যকে সত্যের মতো করে উপস্থাপন করে। সহজ ভাষায় বললে, এআই যখন কোনও প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানে না, তখন সে অনুমানভিত্তিক একটি উত্তর তৈরি করে নেয়। যেহেতু এই উত্তরগুলি ভাষাগতভাবে নির্মূত ও আত্মবিশ্বাসী শোনায়, তাই ব্যবহারকারীরা সহজেই বিভ্রান্ত হন। ChatGPT বা Gemini-এর মতো এআই মডেল কেন এই ধরনের ভুল করে, তার পেছনে একাধিক কারণির কারণ রয়েছে। প্রথমত, এআই সম্পূর্ণভাবে তার প্রশিক্ষণ ডেটার ওপর নির্ভরশীল। যদি সেই ডেটা অসম্পূর্ণ, পুরনো বা পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তাহলে এআই-এর উত্তরও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, এআই প্রকৃত অর্থে কোনও তথ্য বোঝে না। এটি মূলত শব্দ ও বাক্যের ধরণ বা প্যাটার্ন মিলিয়ে উত্তর তৈরি করে। ফলে কখনও কখনও দুটি অলাভা তথ্য একত্রিত হয়ে এমন একটি উত্তর তৈরি হয়, যা বাস্তবে সঠিক নয়।জ্ঞানও একটি বড় কারণ হল অতিরিক্ত মানাসই ব্রণবত্তা। অনেক সময় এআই নির্দিষ্ট কিছু উদাহরণ বা তথ্যের সঙ্গে এতটাই মানিয়ে নেয় যে নতুন প্রশ্নের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সে ধরতেই পারে না। এর ফলেই তৈরি হয় বিভ্রান্তিকর বা ভুল উত্তর। এছাড়াও, বাস্তব সময়ের তথ্যের অভাবও এআই হ্যালুসিনেশনের অন্যতম কারণ। সব এআই মডেলের কাছে সর্বশেষ আপডেটেড তথ্য সব সময় থাকে না। এই এআই হ্যালুসিনেশন সমস্যা ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে চিকিৎসা, আইন বা আর্থিক পরামর্শের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভুল তথ্য ভয়াবহ পরিণতি থেকে আনতে পারে। সেই কারণেই এই সমস্যা কমানোর জন্য

ভোট গ্রহণ পর্ব নির্বিঘ্নে শেষ হলেও, ভোট গণনা পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করাই বড় চ্যালেঞ্জ নির্বাচন কমিশনের

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ এপ্রিল :
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথ্য শেষ দফার ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে বুধবার। ২৬ এপ্রিল প্রথম দফায় ২৫২ টি কেন্দ্রে এবং ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় মোট ১৪২টি কেন্দ্রে ভোট হয়, আর সেই সঙ্গে হয় দীর্ঘ নির্বাচন প্রক্রিয়া। এখন গোটা রাজ্যের নজর ৪ মে-ফলপ্রকাশের দিন। প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন?–এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের মনে। দুই দফার ভোট গ্রহণ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রশাসনের দাবি। তবে ভোট শেষ মানেই যে উত্তেজনার অবসান, এমনটা ভাবার সুযোগ নেই। বরং অনেকের মতে, প্রকৃত পরীক্ষা এখনও বাকি-কাউন্টিং ডে বা ভোটগণনার দিন এবং তার পরবর্তী সময়। নির্বাচন কমিশনের ওপর এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব-গণনার দিন এবং ফল ঘোষণার পরবর্তী পরিস্থিতি যাতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ থাকে তা নিশ্চিত করা। কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। বিশেষ করে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে হিংসার অভিযোগ সামনে এসেছিল, তা এখনও রাজনৈতিক স্মৃতিতে তাজা। সেই সময় বিরোধী দলগুলির অভিযোগ ছিল, বিশেষ করে বিজেপি–র কশী–সমর্থকদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালানো হয়েছিল। খুন, লুট, অগ্নিসংযোগ, এমনকি ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগও সামনে আসে। যদিও সেই ঘটনাগুলির অনেকটাই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায়নি বলে দাবি করা হয়। বিরোধীদের অভিযোগের ভির ছিল

বোলপুর বার অ্যাসোসিয়েশনে নির্দলের জয়জয়াকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৩০ এপ্রিল :
বোলপুর বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেল তৃণমূল পন্থী আইনজীবীরা। মোট ১৩টি পদের মধ্যে ১২টিতেই জয়ী হলেন নিলি প্রাধীরা, যারা প্রায় সকলেই নতুন মুখ। অন্যদিকে, মাত্র ১টি পদে জয় পেয়েছেন বিজেপি পন্থী আইনজীবীরা। নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন গৌতম সরকার, সহ-সভাপতি অনন্ত মিত্র এবং সম্পাদক অরূ্প চক্রবর্তী। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে মোট ২২০ জন ভোটারের মধ্যে ১৯৯ জন তাদের ভোটাদিকার প্রয়োগ করেন। সকাল ১১টা থেকে শুরু হওয়া ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হয় বিকেলে, এবং রাত প্রায় ৭টা নাগাদ গণনা শেষে ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলাফল অনুযায়ী, নির্দল প্রাধীদের একচেটিয়া জয় লক্ষ করা গেলেও, বিধানসভার দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিকে জয়লাভের পর নতুন নির্বাচিত সদস্যরা আনন্দে মেতে ওঠেন এবং একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান।

চ্যাটজিপিটি-এর একটি উত্তর

বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমাধান নিয়ে কাজ চলছে। পারপ্লেক্সিটির সিইও অরবিন্দ শ্রীনিবাসের মতে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই সমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব।জ্ঞতমানে এআই হ্যালুসিনেশন কমানোর জন্য যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম হল RAG প্রযুক্তি। এই পদ্ধতিতে এআই শুধুমাত্র নিজের প্রশিক্ষণ ডেটার ওপর নির্ভর না করে সরাসরি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উত্তর দেয়। ফলে ভুল তথ্যের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল প্রাউন্ডিং, যেখানে এআই-কে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যে সে যদি কোনও প্রশ্নের উত্তর না জানে, তাহলে যেন নির্দিধা করে তা স্বীকার করে। হিউম্যান ফিডব্যাকও এআই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করছে। ব্যবহারকারীরা যখন কোনও ভুল উত্তর চিহ্নিত করেন বা অপছন্দ জানান, তখন সেই তথ্যের মাধ্যমে এআই ভবিষ্যতে আরও ভালো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে এআই-এর নির্ভুলতা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। একজন সাধারণ ব্যবহারকারী হিসেবে আমাদেরও সচেতন থাকা জরুরি। এআই থেকে পাওয়া যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে তা বিশ্বস্ত উৎস থেকে যাচাই করা উচিত। এআই আমাদের কাজ সহজ করে তুললেও, এখনও এটি মানুষের বিকল্প নয়। সঠিক ব্যবহার ও সচেতনতার মাধ্যমেই এআই প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নেওয়া সম্ভব।

হাওড়া জেলায় বর্তমান জলাভূমি সংক্রান্ত সমস্যা

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ৩০ এপ্রিল :
হাওড়া জেলায় বর্তমানে জলাভূমি দূষণ এবং জলাশয় সংরক্ষণের পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। ২০২৬ সালের বর্তমান রিপোর্ট এবং পরিবেশবিদদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, শিল্পাঞ্চল এবং নগরায়ণ-এই দুইয়ের চাপে জেলার প্রাকৃতিক জলধারা ও জলাভূমিগুলি অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। এর কারণ গুলো হলো ১. জলাভূমি ভরাট ও

জ্বরদখল : বর্তমানে ডোমজুড়, সাঁতরাগাছি এবং উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন অংশে ব্যাপক হারে জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ সামনে আসছে। **বেআইনি নির্মাণ** : অনেক ক্ষেত্রে নিচু জমি বা বিল ভরাট করে বাণিজ্যিক গুদাম (Warehouse) বা বহুতল আবাসন তৈরি করা হচ্ছে। সম্প্রতি জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (NGT) জমা পড়া রিপোর্ট অনুযায়ী, জেলার বেশ কিছু মৌজায় সরকারি আইন লঙ্ঘন করে জলাভূমিকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রূপান্তর করা হয়েছে। **নগরায়ণ** : বিশেষ করে সাঁতরাগাছি এবং বালি সংগ্রহ অঞ্চলে নগরায়ণের চাপে ছোট-বড় প্রচুর পুকুর ও জলাশয় বিলুপ্তির পথে। **শিল্প ও বর্জ্য দূষণ** : হাওড়া যেহেতু একটি প্রাচীন শিল্পাঞ্চল, তাই এখানকার কাচাভূমিগুলোতে রাসায়নিক ও কঠিন বর্জ্যের প্রভাব অনেক বেশি। তরল বর্জ্য হাওড়া পৌরনিগম ও পার্শ্ববর্তী পুরসভা এলাকা থেকে নিত্যনতুন প্রায় ৯১০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর একটি বড় অংশ এবং অপরিশোধিত নির্দমার জল সরাসরি জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হয়ছে। **প্লাস্টিক ও রাসায়নিক** : ছোট কারখানাগুলোর রাসায়নিক মিশ্রিত জল এবং প্লাস্টিক বর্জ্য

ড্রেন হয়ে খাল ও বিলে গিয়ে পড়ায় জলের গুণমান নষ্ট হচ্ছে, যা জলজ জীববৈচিত্র্যের জন্য চরম বিপদ ডেকে আনছে। ৩. **সাঁতরাগাছি বিলের বর্তমান অবস্থা** :



হাওড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি সাঁতরাগাছি বিল পরিযায়ী পাখিদের জন্য বিখ্যাত। **শোষাল ও কচুরিপানা** : বর্তমানে এই বিল দূষণ ও কচুরিপানায় এতটাই ভরে গেছে যে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। যদিও সরকারিভাবে STP (Sewage Treatment Plant) বসানোর এবং বিল পরিষ্কার করার জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তবুও তার পূর্ণ বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই আছে। ৪. **পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যে প্রভাব** : জলাভূমি ধ্বংসের ফলে হাওড়ার বাস্তবতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে- **মেছো বিড়ালের সংকট** : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী মেছো বিড়ালের অন্যতম প্রধান আবাসস্থল ছিল হাওড়ার এই জলাভূমিগুলি। কিন্তু জলাশয় ভরাট ও যোগাবাড় কেটে ফেলার কারণে প্রায়ই লোকালয়ে এদের মৃত্যু হতে

দেখা যাচ্ছে। **জলমগ্নতা** : প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থা (জলাভূমি) কমে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই হাওড়ার নিচু এলাকাগুলোতে জল জমার সমস্যা তীব্র হচ্ছে। ৫. সরকারি

পোষ্যদের জন্য গ্রেভইয়ার্ড বা সমাধিস্থল গড়তে চলেছে বর্ধমান পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৩০ এপ্রিল :
এবার পোষ্যদের জন্য গ্রেভইয়ার্ড বা সমাধিস্থল গড়তে চলেছে বর্ধমান পুরসভা। পশুপ্রেমীদের আবেগকে সম্মান জানিয়ে ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্ধমান শহরের জনসংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে শহরের পোষ্যদের সংখ্যাও বেড়েছে। পিশ্য পোষ্যের মৃত্যু হলে তাকে সমাধিস্থ করতে সমস্যায় পড়তে হয় অনেককেই। আগে এতটা সমস্যা হতো যোগাবাড়, পরিত্যক্ত জমিতে গর্ত করে মাটি চাपा দেওয়া হতো। কিন্তু এখন সেই জায়গারও বড় অভাব। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরেই পশুপ্রেমীদের দাবি ছিল গ্রেভইয়ার্ড গড়ার। চলতি বাজেট অধিবেশনে পুরসভা এই গ্রেভ ইয়ার্ড তৈরির প্রস্তাব অনুমোদন করছে বলে জানান, পুরপ্রধান পরেশচন্দ্র সরকার। তিনি জানান, শহরে অনেকেরই কুকুর, বিড়াল সহ অন্যান্য পশুপাখি পোষেন। কিন্তু পোষ্যের মৃত্যু হলে তাকে সমাধিস্থ করতে সমস্যায় পড়তে হয়। শহরের পশুপ্রেমীদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। তাদের সমস্যার কথা মানুষ রেখে পুরসভা গ্রেভ ইয়ার্ড তৈরি করবে। নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করা হচ্ছে। সেখানে পশুপ্রেমীরা মৃত পোষ্যের শেষকৃত্য করতে পারবেন।

সামনের দুর্গাপুজোর আগেই এই গ্রেভইয়ার্ড চালু হয়ে যাবে বলে পুরপ্রধান জানিয়েছেন। পুরসভার এই উদ্যোগে খুশি পশুপ্রেমীরা। তমাল নামে এক পশুপ্রেমী বলেন, আমাদের একটি ল্যাব্রডার ছিল। পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছিল। তার মৃত্যুর পর খুবই সমস্যা পড়তে হয়। শহরের বাইরে গিয়ে দোমোদের কাছে সমাধিস্থ করেছিলাম। এবার পুরসভার নিজস্ব গ্রেভ ইয়ার্ড থাকলে সেই সমস্যা হবে না। আমাদের মতো অনেক পশুপ্রেমীই খুশি হবেন পুরসভার এই উদ্যোগ। পশুপ্রেমী সুদীপ মজুমদার সামাজিক মাধ্যমে পুরসভার পাঠে সমাধিস্থ করেছিলাম। তিনি আরও কিছু প্রস্তাবও দিয়েছেন। সুদীববাবুর পুরসভার কাছে প্রস্তাব, পোষ্যদের জন্য কোনো মাঠের একটা অংশকে চিহ্নিত করা হোক, যেখানে তারা খেলাধুলা করতে পারে। আমরা যারা বিভিন্ন ব্রিড নিয়ে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে কাজ করছি এবং প্রতিনিয়ত ব্রিডটিকে প্রিজার্ড করার চেষ্টা করছি তাদের কুকুরকে অনুশীলন করানোর দরকার পড়ে। এই বিষয়ে শহরের মধ্যে কোনও একটি মাঠের কিয়দ অংশকে চিহ্নিত করলে খুব উপকৃত হই। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, গ্রেভইয়ার্ড গড়ার পর এই বিষয়টি নিয়েও চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ করা হবে।

নিরাপদ ট্রাক, মসৃণ সফরঃ পূর্ব রেলওয়ের তিন বছরের বিশাল পরিকাঠামো সংস্কার সম্পন্ন

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল :
আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, যখন আপনি ট্রেনের কোচে নিশ্চিন্তে ঘুমান, তখন কোন বিষয়টি আপনার ট্রেনকে এত মসৃণ এবং নিরাপদে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে? পর্দার আড়ালে, পূর্ব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে এক বিশাল পরিবর্তনের কাজ নিঃশব্দে সম্পন্ন হয়েছে। গত তিন বছরে, পূর্ব রেলওয়ে ট্রাক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব মসৃণ রেকর্ড তেঙে দিয়েছে যার ফলে আপনার প্রতিটি সফর এখন আগের চেয়ে দ্রুততর, মসৃণ এবং সর্বোপরি নিরাপদ। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকরের দূরদর্শী নেতৃত্বে, এই জোন পরিকাঠামো

কিমি-তে পৌঁছেছে। প্রাথমিক ও গৌণ-উভয় কাজ মিলিয়ে মোট ট্রাক পুনর্নবীকরণের হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, অগ্রগতির হার ২০০.৪৬ টি-কিমি থেকে বেে ৩৮৪.৬৮ টি-কিমি এবং অতি সম্প্রতি রেকর্ড ৫৮৩.৯৩ টি-কিমি হয়েছে। এই প্রযুক্তিগত



আপগ্রেড সরাসরি যাত্রীদের এক আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করে, কারণ নতুন রেল এবং মজবুত স্লিপার ট্রেনের কোচের ভেতরে ঝাকুনি ও কম্পন অনেকটাই কমিয়ে দেয়। সোজা ট্র্যাকের পাশাপাশি, ইঞ্জিনিয়ারিং টিমগুলি জলিল ‘টার্নআউট’ (যেখানে ট্রেন এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যায়) গুলোর ওপর জোর দিয়েছে, যাতে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। গ্রু টার্নআউট রিনিউয়াল-এর অগ্রগতি ২০২৬-২৪ সালের ৩৭৮.৮৮ সমতুল্য ইউনিট থেকে বেড়ে পরের বছর ৫১৩.৮৮ ইউনিট এবং ২০২৫-২৬ সালে ৬৬৪.০০ ইউনিটে পৌঁছেছে। এই কাজের পরিমাণ স্লিপার স্ক্র্যািপ বা ধাতব বর্জ্য অপসারণ করে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও দক্ষ রেখেছে। এর পরিমাণ ৩৩,০৩৭.৯৮ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৩৭,৫৬৯.৫ মেট্রিক টন এবং গত বছর ৩৯,২৮৭.০০ মেট্রিক টনে

সফরের মূল ভিত্তি হিসেবে ‘সুরক্ষা প্রথম’ বিষয়টি অটুট থাকে। এই সমস্ত প্রযুক্তিগত মাইলফলকের মূল লক্ষ্য হলো সাধারণ যাত্রীদের সুবিধা প্রদান করা। পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে গতির সীমাবদ্ধতা কমিয়ে আনছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর সময় বাঁচছে এবং ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রেভ তিন বছরের এই রেকর্ড-ব্রেকিং অগ্রগতি প্রসঙ্গে পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান যে, এই সাফল্য যাত্রী নিরাপত্তার প্রতি বিভাগের অবিচল অঙ্গীকারের প্রমাণ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রতিটি কিলোমিটার নবীকরণ করা ট্র্যাক এবং প্রতিটি উন্নত পরিমাণ স্ক্র্যািপ বা ধাতব বর্জ্য অপসারণ করে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও দক্ষ রেখেছে। এর পরিমাণ ৩৩,০৩৭.৯৮ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৩৭,৫৬৯.৫ মেট্রিক টন এবং গত বছর ৩৯,২৮৭.০০ মেট্রিক টনে

১৩ ম্যাচ নিষিদ্ধ আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৩০ এপ্রিলঃ স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের ম্যাচের ঘটনা এটি। গত রবিবার দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে আন্দ্রাদা দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন, কিন্তু মাঠ ছাড়ার পরিবর্তে তিনি দৌড়ে গিয়ে হয়েস্কার অধিনায়ক হোর্হে পুলিদোর মুখে ঘৃষি মারেন। যার ফলে বড় ধরনের মারামারি শুরু



হয়। আন্দ্রাদাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর পাহারায় তাকে ড্রেসিং রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) বুধবার আন্দ্রাদার শাস্তির কথা জানায়। ফেডারেশনের শৃঙ্খলা কমিটি রায় দিয়েছে যে, এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ১২ ম্যাচের শাস্তি প্রাপ্য। এর সঙ্গে ৩৫ বছর বয়সী এই ফুটবলারের লাল কার্ডের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা যুক্ত হবে। নিজের গুই ক্যাম্পের জন্য পরে ক্ষমা চেয়ে বিবৃতিতে দিয়েছিলেন আন্দ্রাদা। হাতহাতির সময় আন্দ্রাদাকে ঘৃষি মারার জন্য মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হওয়া হয়েস্কার গোলরক্ষক দানি হিমেনেসকে চার ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিপক্ষের পায়ে লাথি মারার জন্য লাল কার্ড দেখা সারাগোয়ার দানি তাভেন্দে দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন।

রোনাল্ডোর এখন ৯৭০

সংবাদ সংস্থা, রিয়াদ, ৩০ এপ্রিলঃ ম্যাচের ৭৬তম মিনিটে রোনাল্ডোর গুই গোলেই এগিয়ে যায় আল নাসরে। ৯০তম মিনিটে আরেকটি গোল করেন কিংসলে কোমান। সৌদি শ্রো লিগে বুধবার ঘরের মাঠে আল আহলির বিপক্ষে ম্যাচটি ২-০ গোলে জেতে আয়োজকরা। হাজার গোলের



মাইলফলকের পথে ছুটতে থাকা রোনাল্ডোর গোল হলো এখন ৯৭০টি। চলতি লিগে ৪১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের গোল হলো ২৬ ম্যাচে ২৫টি। সর্বোচ্চ গোলের তালিকায় তিনি আছেন তিন নম্বরে। এই জয়ে পাকিস্তান লিগ শিরোপার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল আল নাসরে। ৩০ ম্যাচে ২৬ জয় ও এক ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৭৯। এক ম্যাচ কম খেলে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আল হিলাল। আল নাসরে সর্বশেষ লিগ জিতেছে ২০১৮-১৯ মরসুমে।

অস্ত্রাচলে সূর্য? ধারাবাহিক ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ অনুরাগীরা

উত্তরের খোঁজে মুম্বই ইন্ডিয়ান



মুম্বই, ৩০ এপ্রিলঃ শুক্রটা ঠিকই হয়। কিন্তু শেষটা আসে না। ম্যাচের মধ্যলগ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে বারবার থমকে যাচ্ছে মুম্বইয়ের ইনিংস। আর সেই জায়গাতে সরাসরি প্রশ্নের মুখে দলের তারকা-সূর্যকুমার যাদব। চলতি মরসুমে তার ধারাবাহিক ব্যর্থতা এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং স্পষ্ট প্রবণতা। ওয়াশেডেতে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। ওপেনারদের দাপটে মুম্বই তখন শক্ত জমিতে দাঁড়িয়ে বড় স্কোরের ভিত তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই জায়গায় ক্রিকে সূর্যকুমার। কাজ ছিল গতি বাড়ানো, পাহাড়প্রমাণ

স্কোরের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু দিনের শেষে সেখানেই গলদ। কাজের কাজটুকু হল না। পাঁচ বলে মাত্র পাঁচ রান করে ফিরলেন সাজঘরে। এমন পরিস্থিতিতে এভাবে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসা যে কোনও দলকে অনেকটাই পিছিয়ে দেয়। শেষের ওভারগুলির চাপ শুরু হয় যখনে ওভারের ওভার। গতরাতে মুম্বইও সেই ধাক্কা থেকে বেরতে পারেনি। চলতি মরসুমে আট ইনিংসে ১৬২ রান। গড় ২০-এর কিছু বেশি। স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৪১। সংযোগগুলো খুব খারাপ না দেখালেও, সূর্যকুমারের মানদণ্ডে যথেষ্ট নয়। আরও বড় সমস্যা ধারাবাহিকতা।

শেষ ছ'ম্যাচে স্কোর-৬, ৩৩, ০, ১৫, ৩৬, ৫। ছোট ছোট ইনিংস হচ্ছে, কিন্তু ম্যাচ যোরােনো পারফরম্যান্স কই? মাঝের ওভারে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দায়িত্ব সাধারণত তাঁরই। কিন্তু সূর্যের স্বল্পলেন বারবার সেখানে থমকে যাচ্ছে মুম্বই। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটিং কাঠামো এমন, যেখানে ওপেনাররা ভিত গড়েন। এরপর মিডল অর্ডারের ব্যাটারদের কাজ ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই জায়গায় সূর্যকুমারের ধারাবাহিক ব্যর্থতা পুরো ছন্দ ভেঙে দিচ্ছে। ওপেনারদের পরিশ্রম অনেক সময় পূর্ণতা পাচ্ছে না। ফলে শেষের দিকে বাড়তি চাপ

তৈরি হচ্ছে। বড় স্কোরের সম্ভাবনা থেকেও দল বারবার সরে আসছে। এই পারফরম্যান্স ঘিরে স্বাভাবিকভাবে আলোচনা বাড়ছে। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, এই ছন্দপতন দীর্ঘ হলে তার প্রভাব আরও বড় হতে পারে। আবার সমালোচকদের অন্য অংশ মনে করছে, অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হিসেবে সূর্যকুমার পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিতে পারেন। অতীতে বারবার তা করে দেখিয়েছেন। তবে আপাতত বাস্তবতা পরিস্কার-দলের প্রয়োজনীয় সময়ে বড় ইনিংস আসছে না। যা মুম্বইয়ের জন্য সবচেয়ে বড় উদ্বেগের।

ফিরতি লেগের আগে জোড়া দুঃসংবাদ পিএসজির

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ৩০ এপ্রিলঃ আশরাফ হাকিমিকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে ব্যার্ন মিউনিখের মুখোমুখি হতে হবে পিএসজিকে। উরুর চোট আগামী বুধবার রাতে এ ম্যাচ থেকে মরক্কো রাইটব্যাকের ছিটকে পড়া গতকাল নিশ্চিত করেছে পিএসজি। ঘরের মাঠে প্রথম লেগ ৫-৪ গোলে জিতেছে ফরাসি ক্লাবটি। প্রথম লেগে ব্যার্নের ডিফেন্ডার কনরাড লাইমারের সঙ্গে এক সংঘর্ষে আঘাত পান হাকিমি। বদলি খেলোয়াড় নানানোর সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ায় চোট নিয়েও শেষ পর্যন্ত মাঠে ছিলেন তিনি। হাকিমির পাস থেকে এই ম্যাচে গোল করেন খিচা কাভারাস্কিয়া। পিএসজির বিবৃতিতে বলা হয়, 'ব্যার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ম্যাচে ডান উরুতে চোট পাওয়ায় আশরাফ হাকিমিকে আগামী কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে।' ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের জন্য দুঃসংবাদ আছে আরও। গত বুধবার সকালে অনুশীলনের সময় উরুর চোট পড়েন পিএসজির গোলকিপার লুকাস শেভালিয়ের। পিএসজির হয়ে

গত জানুয়ারিতে সর্বশেষ মাঠে নামা শেভালিয়েরকেও আগামী কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে কাটাতে হবে। সেমিফাইনাল প্রথম লেগে



পিএসজির পোস্ট সামলান ক্রুশ গোলকিপার মাতভেই সাকোনভ, বেঞ্চে ছিলেন শেভালিয়ের। গত বছর ব্যালন ডি'অর লড়াইয়ে ষষ্ঠ হাকিমি ২০২৬ বিশ্বকাপে মরক্কোর প্রধান তারকা। ২০২২ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে খেলা মরক্কো আগামী ১৩

জুন ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন। এবার আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো

ও কানাডা। মিউনিখে ফিরতি লেগ খেলতে উড়াল দেওয়ার আগে আগামী শনিবার লিগ আঁতে লঁরার মুখোমুখি হবে পিএসজি। টেবিলে দ্বিতীয় লঁসের সঙ্গে ৬ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে ৩০ ম্যাচে ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লুইস এনরিকের দল।

বিশ্ব বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ন সৌরভ কোঠারি

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিলঃ ফাইনাল শেষ হতেই সৌরভ কোঠারি আকাশের দিকে তাকালেন। কোনও চিৎকৃত আশ্বাসন নেই, অহেতুক উত্তেজনা নেই। বদলে রয়েছে একটি নিঃশব্দ যোগাযোগ। প্রয়াত বাবার সঙ্গে। আর স্বপ্ন কথার নীচ তারে বাঁধা সামান্য অখচ গভীর এক উচ্চারণ, “এটা তোমার জন্য!” কালোতে অহিবিদ্যেব্রহ্ম গুণার্ঘ্য বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপে পঞ্চজ আডবাণীকে ১১৩৩-৪৭৭ স্কোরলাইনে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বখ্যেতাব জিতলেন কলকাতার এই কিউয়িস্ট। নিঃসন্দেহে অক্ষ কয়ে সাফল্য। নিখুঁত পরিশ্রমের ফল। কিন্তু সৌরভকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন, এই খেতাবের পেছনে রয়েছে একটি মানসিক লড়াইয়ের গল্প। যা ক্রীড়া প্রতিবেদনের খাপেখাপে গুঁথিয়ে বলা মুশকিল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সৌরভের বাবা মনোজ কোঠারি প্রয়াত হন। তিনি নিজেও বিলিয়ার্ডসে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। অন্ধকার স্মৃতি ফিরে দেখার ফাঁকে বলেন, “বাবা যতদিন ছিল, প্রতিটা মুহুর্তে পাশে থাকত। সেই উপস্থিতি থেকে আমি পালিয়ে বেড়াছিলাম!” প্রস্তুতি থেমেছে। কিন্তু সাফল্য হাতছাড়া হয়নি। পিছু থাওয়া করে চলেছে। বছরের গোড়ায় বাবার মৃত্যুর মাত্র সাত দিন বাদে জাতীয় বিলিয়ার্ডস শিরোপা ছিনিয়ে নেন সৌরভ। সেটা সম্ভব হয়েছিল মা নীতা কোঠারির জন্য। যিনি ছেলের পিঠ চাপড়ে শুধু এটুকু বলেছিলেন, “যাও, খেলো। বাবা এভাবে তোমায় কোনওদিন বসে থাকতে দেখতে চাইতেন না!” এবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সৌরভের প্রতিটা ম্যাচের ফ্রিস্ট প্রায় একা কোয়ার্টার, সেমি, ফাইনাল-প্রতিটি হার্ডলে প্রথম ১৫-৩০ মিনিটে ২০০-৩০০ পয়েন্টে পিছিয়ে। যেমন, শেষ চারের লড়াই। প্রতিপক্ষের প্রথম ভিজিটে ২৭৫ রানের ব্রেক। দুই ঘণ্টার ম্যাচে যা বিশাল ব্যবধান। ফাইনালে পঞ্চজ আডবাণী। সেই একই গল্প। শুরুতে ১৭৫ রানের ব্রেক। এরপর সৌরভ গেলেন টেবিলে। আর উঠলেন না। পাক্স এক ঘণ্টা দু'মিনিট। একদিনা ৪৮৫ রানের ব্রেক। ম্যাচ সেখানে কাতত শেষ। লড়াই জিতে বললেন, “হয়তো এটা বাবাই। অন্য কোনও ব্যায়াপা নেই।” একটি ছোট বিষয় বলে দেয় সৌরভের মানসিকতা ঠিক কেন। সেমিফাইনাল আর ফাইনাল ছিল একই দিনে। সেমি শেষে হোটেল ফিরলেন। চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে আবার হেঁটে গেলেন-২০ মিনিটের পথ, ফর্মাল জুতোয়, এক পায়ে ব্যথা নিয়ে। কেন? সৌরভের কথায়, “হাঁটতে হাঁটতে বাবার কথা ভাবছিলাম। মাথার জট খুলে যাচ্ছিল। পথটা কখন শেষ হল বুঝতেই পারিনি!” ট্রফি জিতে সৌরভ আশ্রুত।

দুই ম্যাচেই খুলে যাবে বিশ্বকাপের দরজা? আশায় ভারতীয় ফুটবল দল !

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিলঃ ভারতীয় সিনিয়র ফুটবল দলের কাছে ফিফা বিশ্বকাপে খেলা এখনও অনেক দূরের স্বপ্ন। কিন্তু দেশের জুনিয়র দল সেই স্বপ্নকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। ২০২৬ সালেই অনুষ্ঠিত হবে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ, আর সেখানে জায়গা করে নেওয়ার বড় সুযোগ এসে গিয়েছে ভারতের

খেলতে হত, এখন দু'টি ম্যাচে ভাল ফল করলেই বিশ্বকাপের দরজা খুলে যেতে পারে। যদি ভারত একটি ম্যাচ জেতে এবং অন্য ম্যাচটি ড্র করে, তাহলে তাদের সংগ্রহ হবে চার পয়েন্ট। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন প্রায় নিশ্চিত বলা যায়। কারণ, তিন দলের গ্রুপে চার পয়েন্ট সাধারণত



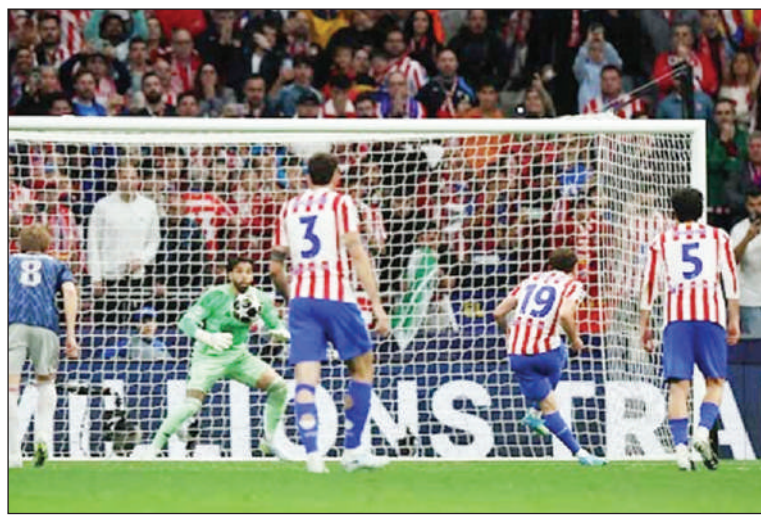
সামনে। সেই সুযোগের দরজা খুলে দেবে অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপ, যা আগামী ৫ মে থেকে ২২ মে পর্যন্ত সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হবে। এই টুর্নামেন্ট থেকেই এশিয়ার মোট ৯টি দল সরাসরি ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করবে। আয়োজক দেশ কাতার আগেই জায়গা নিশ্চিত করেছে। ফলে বাকি দেশগুলির কাছে এই প্রতিযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের তরুণ ফুটবলারদের লক্ষ্য এখন একটাই, এশিয়ান কাপ পেরিয়ে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছনো। এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথমে ১২টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি গ্রুপে ছিল চারটি করে দল। ভারতের গ্রুপে ছিল উত্তর কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও উজবেকিস্তান। কিন্তু হঠাৎ করেই উত্তর কোরিয়া টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ায়। এর ফলে ভারতের গ্রুপে দলসংখ্যা কমে দাঁড়ায় তিনে। অর্থাৎ, এখন ভারতকে গ্রুপ পরে মাত্র দু'টি ম্যাচ খেলতে হবে, একটি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এবং অন্যটি উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে। এই পরিবর্তন ভারতের সম্ভাবনাকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। আগে তিনটি কটন ম্যাচ

শেষ দুইয়ের মধ্যে থাকার জন্য যথেষ্ট। আবার যদি ভারত একটি ম্যাচ জেতে এবং অন্যটি ড্র করে, তাহলেও তিন পয়েন্ট হবে। এই অবস্থাতেও সুযোগ প্রবল থাকবে। তবে তখন গ্রুপের অন্য ম্যাচের ফল, গোল পার্থক্য এবং মুখোমুখি ফলাফল বড় ভূমিকা নেবে। অর্থাৎ, জয় শুধু নয়, কত ব্যবধানে জয় বা হার হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি হবে যদি ভারত দু'টি ম্যাচই ড্র করে। সে ক্ষেত্রে ভারতের পয়েন্ট হবে দুই। তখন অন্য দুই দলের ম্যাচের ফলের উপর নির্ভর করবে ভারতের ভবিষ্যৎ। যদি সেই ম্যাচে একটি দল জিতে যায়, তাহলে ভারতের সুযোগ থাকতে পারে। কিন্তু ম্যাচটি ড্র হলে সমীকরণ আরও জটিল হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে উত্তর কোরিয়ার সরে দাঁড়ানো ভারতের জন্য বড় সুবিধা এনে দিয়েছে। ম্যাচ কমেছে, চাপ কিছুটা কমেছে এবং সম্ভাবনা বেড়েছে। এখন প্রয়োজন শুধু মাঠে আত্মবিশ্বাসী ফুটবল খেলা। ভারতের জুনিয়র দল যদি নিজেদের সেরাটা দিতে পারে, তাহলে ২০২৬ সালে বিশ্বকাপের মঞ্চে তেরফা উড়তেও দেখা যেতে পারে।

দুই পেনাল্টির ম্যাচে আর্সেনাল- আতলেতিকো মাদ্রিদের ড্র

ঘরের মাঠে পিছিয়ে পড়ে একের পর আক্রমণ করল আতলেতিকো মাদ্রিদ। সমতা ফেরানোর পর এগিয়েও যেতে পারত তারা কিন্তু একাধিক সুযোগ নষ্ট যেমন হলো, তেমনি বাঁধ সাধল ক্রসবারও। আর্সেনালের বিপক্ষে লড়াই শেষ হলো সমতায়।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৩০ এপ্রিলঃ মাদ্রিদের মেহেপলিতানোয় বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগ ১-১ ড্র হয়েছে। দুটি গোলই হয় পেনাল্টি থেকে। ভিত্তর ইয়োকেরেশ আর্সেনালকে এগিয়ে নেওয়ার পর, সমতা টানেন হলিয়ান আলভারেজ। পরে আর্সেনালকে আরও একটি পেনাল্টি দেন রেফারি, তবে সেই সিদ্ধান্ত বদলান তিনি। ম্যাচে বল দখলে দুই দলই ছিল প্রায় সমানে সমান গোলের জন্য আতলেতিকোর ১৮ শটের চারটি ছিল লক্ষ্যে। আর্সেনালের ১১ শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। চতুর্দশ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় আতলেতিকো। বক্সের বাইরে প্রতিপক্ষের কয়েকজনের বাধা এড়িয়ে আলভারেজের নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক দাভিদ রায়। দুই মিনিট পর সুযোগ আসে আর্সেনালের সামনে। বক্সে তাদের অধিনায়ক মার্টিন ওদেগোরের শট আটকে দেন পিএসজির এক ডিফেন্ডার। আক্রমণ পাল্টা-আক্রমণ চলতে থাকে। তবে দুই দলের জমাট রক্ষণের সামনে কেউই খুব একটা সুবিধা করতে পারছিল না। ৩০তম মিনিটে বক্সের



বাইরে থেকে আর্সেনালের ননি মাদুয়েকের বাকানো শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ৪৪তম মিনিটে বুলেট গতির সফল স্পট কিকে আর্সেনালকে এগিয়ে নেন ইয়োকেরেশ। এই সুইডিশ স্ট্রাইকারকে বক্সে আতলেতিকোর ডিফেন্ডার দাভিদ হালকো ফেলে দিলে

পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আর্সেনালের ওপর চাপ বাড়ায় আতলেতিকো। ৪৭তম মিনিটে বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে আলভারেজের ফ্রি-কিক পোস্ট ঘেঁষে চলে যায়। ৫৩তম মিনিটে আলভারেজের পাস ধরে বক্সে ঢুকে

গোলরক্ষক বরাবর শট করেন আদেমালা লুকমান। ৫৬তম মিনিটে স্পট কিকে সমতা টানেন আলভারেজ। মার্কোস ইয়োরেরের শট বক্সে আর্সেনাল ডিফেন্ডার বেন হোয়াইটের পা ছুঁয়ে হাতে লাগলে মনিটরে দেখে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। ৬৩তম মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত আতলেতিকো। কিন্তু বক্সের ভেতর থেকে অঁতোয়ান গ্রিজমানের চমৎকার শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। পরক্ষণেই আরেকটি সুযোগ পান এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। এবার তার শট প্রতিপক্ষের একজনের গায়ে লেগে বাইরে যায়। ৭৪তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ হারান লুকমান। বক্সের ভেতর বল পেয়ে এবারও ওয়ান-অন-ওয়ানে গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে পারেননি তিনি, তার শট ঠেকিয়ে দেন রায়। ৭৮তম মিনিটে বক্সে হালকো বল দখলের লড়াইয়ে আর্সেনালের এবরেটি এজের পা মাদানোয় পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তবে ভিএআর পর্যালোচনার পর মনিটরে রিপ্লে দেখে আগের সিদ্ধান্ত বদলান তিনি। আগামী মঙ্গলবার আর্সেনালের মাঠে হবে ফিরতি লেগ।